আত্মার উপর প্রতিফলন

রুহি ইন্‌স্টিটিউট্‌

বই ১

আত্মার উপর প্রতিফলন

রুহি ইন্‌স্টিটিউট্‌

এই ক্রমের বইসমূহঃ

নীচে বর্তমান ক্রমের বইগুলির নামপত্র দেওয়া হলো, যা রুহি ইন্‌স্টিটিউট্‌ মনোনীত করেছে। বইগুলি কোর্সের প্রধান ক্রম হিসেবে ইয়ুথ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের তাদের সমাজগুলিতে কাজ করার সামর্থ্য বাড়াতে একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টায় ব্যবহার করার জন্য উদ্দীষ্ট হয়েছে। রুহি ইন্‌স্টিটিউট্‌ কোর্সগুলির একটি গুচ্ছও তৈরি করছে, যা বাহাই শিশুদের ক্লাস শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সিরিজের তৃতীয় বই থেকে শাখার দিকে প্রসার লাভ করেছে, এবং বই-৫ থেকে আর একটি গুচ্ছ জুনিয়র ইয়ুথ গ্রুপের অ্যানিমেটরদের গড়ে তোলার জন্য করা হয়েছে। এইগুলিও, নীচের তালিকায় সূচীত হয়েছে। এটি অনুধাবন করতে হবে যে, যখন বিস্তৃত ক্ষেত্র এগিয়ে চলবে তখন তালিকাটিতে কিছু পরিবর্তন হতে পারে, এবং বইগুলির অতিরিক্ত প্রকাশন এর সঙ্গে যুক্ত হবে, যখন পাঠক্রম উপাদানের নির্মীয়মান সংখ্যা উন্নয়নের একটা পর্যায়ে পৌঁছাবে যেখানে এইসব উপাদান ব্যাপকভাবে লভ্য হবে।

বই ১ *আত্মার উপর প্রতিফলন*
বই ২ *সেবার জন্য জাগ্রত হওয়া*
বই ৩ *শিশুদের ক্লাসে শিক্ষাদান, গ্রেড ১*
শিশুদের ক্লাসে শিক্ষাদান, গ্রেড ২ (শাখায়িত কোর্স)
শিশুদের ক্লাসে শিক্ষাদান, গ্রেড ৩ (শাখায়িত কোর্স)
শিশুদের ক্লাসে শিক্ষাদান, গ্রেড ৪ (শাখায়িত কোর্স)
বই ৪ *যুগ্ম ঈশ্বরীয় অবতার*
বই ৫ *কিশোর শক্তির উন্মোচন*
প্রারম্ভিক প্রেরণাঃ বই-৫ এর প্রথম শাখায়িত কোর্স
প্রশস্ত বৃত্তঃ বই-৫ এর দ্বিতীয় শাখায়িত কোর্স
বই ৬ *ধর্ম শিক্ষাদান*
বই ৭ *সেবার পথে একসাথে চলি*
বই ৮ *বাহাউল্লাহর নিয়মপত্র*
বই ৯ *একটি ঐতিহাসিক অবস্থান লাভ করা*
বই ১০ *স্পন্দনশীল সমাজসমূহ নির্মাণ*
বই ১১ *জাগতিক অভিপ্রায়সমূহ*
বই ১২ (আসন্ন)
বই ১৩ *সামাজিক কর্মপ্রক্রিয়ায় অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া*
বই ১৪ (আসন্ন)

রুহি ফাউন্ডেশন, কলম্বিয়া-এর গ্রন্থস্বত্ব © ১৯৯৭, ২০২০।
সকল অধিকারসমূহ সংরক্ষিত, সংস্করণ- ৪.১.২. পি.ই. প্রকাশিত জুলাই ২০২০

রুহি ইন্‌স্টিটিউট্‌
ক্যালি, কলম্বিয়া
ই-মেলঃ ইন্‌স্টিটিউট্যো@রুহি.ওআরজি
ওয়েবসাইটঃ ডব্লুডব্লুডব্লু.রুহি.ওআরজি

সূচীপত্র

শিক্ষকদের জন্য কয়েকটি ভাবনাসমূহ v

বাহাই পবিত্র রচনাবলী উপলব্ধি করা..... ১

প্রার্থনা.....১৩

জীবন ও মৃত্যু..... ২৯

শিক্ষকদের জন্য কয়েকটি ভাবনাসমূহ

আত্মার উপর প্রতিফলন রুহি ইন্‌স্টিটিউট্ দ্বারা প্রদান করা কোর্সগুলির প্রধান বিন্যাসের প্রথম বইটি, সীমিত সংখ্যায় বিশ্বব্যাপী অধ্যয়ন করা হয়, এবং অনেক বছর ধরে সেটি বাড়ছে। অবস্থাসমূহের অধিকতর বিশাল সংখ্যাতে, উপকরণটি বন্ধুদের একটি গ্রুপে তা পঠিত এবং আলোচিত হয়, যারা একটি অধ্যয়ন চক্র গঠন করতে পারে, যারা নিয়মিত সাক্ষাৎ করে, তারা ইচ্ছা করলে নিবিড় অধ্যয়নের জন্য একটি প্রচারে একত্রিত হতে পারে অথবা ইচ্ছা করলে একটি ক্যাম্পে জড়ো হতে পারে, স্কুল ছুটির দিনগুলিতে। ঘটনাকাল যাই হোক না কেন, গ্রুপের একজন সদস্য একজন শিক্ষক হিসাবে কাজ করে। শিক্ষক এবং অন্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সম্পর্ক শিক্ষক এবং ছাত্রের মতো নয়; যেখানে সকলেই সচেতনভাবে একটি প্রক্রিয়ায় যুক্ত, সকলেই শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু শিক্ষক একজন বিচ্ছিন্ন সহজীকরণকারী এবং এই দু'টির মধ্যে কোনোটিই নন। বিন্যাসে একটি পর্যাপ্ত সংখ্যায় কোর্স শেষ করার পর এবং সেবার কার্যকলাপ হাতে নেওয়ার পর, তারা উৎসাহ যোগান, যাতে সে (পুরুষ/নারী) গ্রুপের সকল সদস্য পড়তে থাকা উপাদানের উদ্দেশ্য অর্জনে সাহায্য করতে সক্ষম হয়। যারা বই-১ এর শিক্ষক হিসেবে কাজ করে, তারা বিভিন্ন সময়ে এই পরিচয়পর্বে উপস্থাপিত ভাবনাগুলি পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে এটি সাহায্যকারী হিসেবে পেতে পারে।

বিশ্বব্যাপী অংশগ্রহণকারীবৃন্দ নানাবিধ পরিমণ্ডল থেকে প্রথম ইন্‌স্টিটিউট্ কোর্সে আসে। ইতিমধ্যে থাকা কিছু বাহাই সমাজের সদস্যবৃন্দ, যারা, তাদের গ্রহণ করা ধর্মে কাজ করতে তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করার আশা রাখে। অন্যান্যরা কোর্সকে একটি ধর্ম হিসেবে বাহাই ধর্মকে তাদের অনুসন্ধানের আরম্ভ হিসেবে দেখে। এখন পর্যন্ত অন্যান্যরা বাহাই আদর্শের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং নিজেদের সমাজের লক্ষ্যসমূহ এবং উদ্যোগসমূহের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এবং বিশেষত তরুণদের একটি বর্ধিত সংখ্যা বিশেষভাবে যারা, সমাজে কাজ করতে তাদের সামর্থ্য তৈরি করতে চাইছে, প্রায়ই বাহাই সমাজ দ্বারা উন্নীত হওয়া কর্মসূচি একজন অন্যজনের মাধ্যমে, কোর্সটিকে একটি প্রারম্ভিক পদক্ষেপ হিসেবে ধরে নেয়।

শুরু থেকে সকল যোগদানকারীর কাছে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, রুহি ইন্‌স্টিটিউটের কোর্সসমূহ মানবজাতির প্রতি সেবার একটি গতিপথের চিহ্ন রেখে যায়, যার উপরে আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজের গতিতে পদচারণা করি, সহায়তা দান করি এবং অন্যদের দ্বারা সহায়তাপ্রাপ্ত হই। এই পথে চলতে চলতে এটি একটি দ্বিমুখী নৈতিক উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান সূচিত করে, একজনের নিজস্ব আধ্যাত্মিক এবং মেধাগত উন্নয়নে মনোযোগ দেয় এবং সমাজের রূপান্তরে অবদান রাখে। গতিপথের অগ্রগতিতে অনেকরকম সামর্থ্যের উন্নয়ন দরকার পড়ে, যখন উপলব্ধি, এবং জ্ঞান, আধ্যাত্মিক গুণাবলী এবং প্রশংসনীয় দৃষ্টিভঙ্গীসমূহের এবং বিপুল সংখ্যার যোগ্যতা এবং নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। একদিকে জ্ঞানের উৎসগুলি, যার উপরে ইন্‌স্টিটিউটের বই এবং বাহাই ধর্মের রচনাবলী, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব সভ্যতার উন্নতিসাধন করতে বিশ্বব্যাপী বাহাই সমাজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাহাউল্লাহর অন্তর্দৃষ্টিতে আমরা উপযুক্ত হতে পারি এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে আমরা নির্মাণ করতে পারি, যা ইন্‌স্টিটিউট্‌কে অনুপ্রাণিত করে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, যে প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে, সকল অংশগ্রহণকারীগণের জন্য এই অন্তর্দৃষ্টি অবারিত, যা প্রত্যেকটি বই-এর প্রতিটি ইউনিটে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

একটি বিশ্বে, যেখানে ধর্মমত এবং মতাদর্শগুলি সংলগ্নসমূহ জয় করতে সম্ভাবিত যেকোনও উপায়গুলি ব্যবহার করতে ইচ্ছুক। ধর্মের সঙ্গে অপরিচিত কোনো একজনের রুহি ইন্‌স্টিটিউটের সংকল্পসমূহ সম্পর্কে অকৃত্রিম প্রশ্নসমূহ থাকতে পারে, অত্যন্ত লক্ষণীয়ভাবে, ''আমাকে কী আমার ধর্ম পরিবর্তন করতে বলা হচ্ছে?'' অথবা ''আমাকে কী একটি ধর্মে যোগ দিতে বলা হচ্ছে?'' এইরকম প্রশ্নসমূহ শিক্ষককে রূপরেখা তৈরি করা উপরের কোর্সগুলির বিন্যাসের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার সুযোগ করে দেয়। সেই সময় এটা স্বাভাবিক যে, বাহাইগণ তাদের বন্ধুদের সমাজে যোগ দেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ দেখাতে পারে, কিন্তু নিজস্ব শিক্ষাগুলি এই বিষয়ে তাদের নিষেধ করে। একজন শিক্ষক পরধর্মের দীক্ষাতে আবদ্ধ করা থেকে এখানে ইচ্ছা করলে বিষয়টিতে সংযোজন করতে পারেন। সেবার পথে চলতে, যা ইন্‌স্টিটিউট্ কোর্সগুলি দ্বারা উদ্‌ঘাটিত বাহাউল্লাহর

শিক্ষাসমূহ একটি সদা-গভীরতর উপলব্ধি আহ্বান করে, যা উপকরণগুলি সামনের দিকে দ্ব্যর্থহীনভাবে যাত্রা শুরু করে; গ্রহণ এবং আস্থার বিষয়সমূহে প্রতিটি স্বতন্ত্র মানুষকে স্বাধীনভাবে এবং ভারহীন হয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

এরপর, আশ্চর্যজনকভাবে নয়, উপলব্ধির প্রশ্ন বিষয়টি বিন্যাসের সকল বইগুলিতে যখন এতটা অপরিহার্য যে, এইভাবে প্রথমটি আরম্ভ হয়। পবিত্র রচনাবলী থেকে পড়া অনেক সহস্র পাতা পড়ে ফেলার মতো নয়, যা একজন ব্যক্তি তার সারাজীবনে দেখে, এবং ''বাহাই রচনাবলী উপলব্ধি করা", এই ইউনিট প্রতিদিন রচনাংশগুলির পবিত্র লেখনী পড়ার অভ্যাসকে লালন করতে এবং এর অর্থের উপর মনসংযোগ করার জন্য প্রয়াসী হয়, এটি একটি অভ্যাস যা, বিরাটভাবে অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য করবে এবং যখন তারা সেবার কাজে প্রবৃত্ত হবে। এর অধ্যয়নে তাদের পথ দেখাতে, শিক্ষককে অবশ্যই উপলব্ধির বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তা আরোপ করতে হবে।

বাহাই রচনাবলীতে প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ রয়েছে এবং এমনকি যখন আমরা এর সীমাহীন অর্থের উপলব্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করি, আমরা জানি যে, আমরা কখনও এর সুনির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছাতে পারবো না। আমরা সাধারণত একটি রচনাংশের ঠিক পরবর্তী অর্থের একটি মূলগত উপলব্ধি লাভ করি, যখন প্রথম বারের মতো সেটি পড়ি। ইউনিটের প্রথম পরিচ্ছেদ একটি শুরুর নির্দিষ্ট স্থানে একে নিয়ে যায়। এইভাবে, ''পবিত্র ও ভাল কর্মের মধ্য দিয়ে এবং প্রশংসনীয় ও যথাযথ আচরণের মাধ্যমে পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।" উদ্ধৃতিটি পড়ার পর অংশগ্রহণকারীদের সহজভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়, ''পৃথিবীর মঙ্গল কীভাবে সাধিত হতে পারে?" দেখামাত্র এই ধরনের বেশীরভাগ প্রশ্নের এবং অনুশীলনীগুলি খুবই সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু বহু বছরের অভিজ্ঞতা এইভাবে আরম্ভ হতে হয়ত ইন্‌স্টিটিউটের সিদ্ধান্তের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে। আমাদের সকলকে মনে করানো প্রয়োজন যে, একটি রচনাংশে সত্যের স্তর খুঁজতে, মনঃপ্রকৃতির সুস্পষ্ট অর্থ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। উপলব্ধির প্রথম স্তরের প্রতি মনোযোগ গ্রুপ পরামর্শে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণ করে; এটি চিন্তার একতাকে শক্তিশালী করে, যা সহজে অর্জন করা যায়, যখন ব্যক্তিগত মতামতসমূহ দিব্য প্রজ্ঞার দ্বারা দীপ্ত হয়।

এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে, বেশীরভাগ রচনাংশসমূহের প্রত্যক্ষ অর্থ উপলব্ধি করার প্রসঙ্গের শব্দগুলির বাইরে গিয়ে দীর্ঘ আলোচনা থেকে সুফল পাওয়া যায় না। যেখানে বলা হয়েছে যে, কিছু ক্ষেত্রে, একটি গ্রুপের কোনো একটি শব্দ অভিধানে দেখা প্রয়োজনীয় হতে পারে। যতটুকুই হোক, যা অংশগ্রহণকারীদের জন্য আরও কার্যকরী হতে পারে, তা হল কিভাবে শব্দসমূহের অর্থ সমগ্র বাক্য এবং রচনাংশগুলি থেকে অবধারণ করা যায়।

নিকটতম অর্থের রাজত্ব ছাড়িয়ে উপলব্ধি বিস্তার করতে, উদাহরণসমূহ. যা দেখায় কিভাবে ভাবনাগুলি দৃঢ় অভিব্যক্তি খুঁজতে সাহায্যকারী হতে পারে। এই বিষয় প্রসঙ্গে সকল যা কিছুই প্রয়োজন হয় তা হল সহজসাধ্য অনুশীলনীসমূহ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পরিচ্ছেদ ২-এ অংশগ্রহণকারীদের সবে পড়া একটি রচনাংশের সহায়তায়, নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রশংসনীয় কিনা তা ঠিক করতে বলা হচ্ছে। পরিচ্ছেদ ৪-এ একটি একইরকম অনুশীলনীতে তাদের পাঁচটি ন্যায়পরতাসমূহের নাম বলতে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এরপর সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে, সত্যনিষ্ঠার অনুপস্থিতিতে এর মধ্যে যেকেনও একটি অর্জন করা সম্ভব কিনা,—যা রচনাবলীতে ''সকল মানবিক গুণাবলীর আধার" বলে বর্ণিত হয়েছে।

এর উদ্দেশ্য অর্জন করতে, উপস্থাপিত রচনাংশসমূহের অন্যতম কিছুর তাৎপর্য সম্পর্কে চিন্তা করতে অংশগ্রহণকারীদের চ্যালেঞ্জ করে উপলব্ধির অনুধাবনের আরও বেশী অগ্রগতি ইউনিটটি দাবী করে। পরিচ্ছেদ ২-এ, তাদের নিরূপণ করতে হবে, ''পৃথিবীতে এত কম সংখ্যক ভাল লোক আছেন যে তাদের কাজের কোনও প্রভাব হয় না" এই উক্তিটি যথার্থ কিনা। এখানে নিছক মতামত জাগিয়ে তোলা অভিপ্রায় নয়। শিক্ষক অবশ্যই এখানে থামবেন এবং যোগদানকারীদের উত্তরসমূহের কারণ জিজ্ঞাসা করবেন। এই কারণে যে, উক্তিটি অবশ্যই অকাট্যরূপে মিথ্যা হবে, কারণ এটি পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের প্রথম উদ্ধৃতির সত্যতা অস্বীকার করে, যা হলো এর উপসংহার, যা গ্রুপের বোঝা উচিত। প্রশ্ন হলো, বাহাইরা অপরের কাছে পাপ স্বীকার করতে পারে কিনা, এই ধরনের অনুশীলনীর এটি একটি দৃষ্টান্ত। এটি শিক্ষাসমূহের নিষেধাজ্ঞাকে প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করে, পাপাচরণ থেকে অব্যাহতির উপায় হিসেবে, যা, পড়া রচনাংশসমূহের কোনোটিতে প্রকাশযোগ্যভাবে উল্লিখিত হয়নি; যাকে স্তবকের অর্থ অন্বেষণ করার কাজে প্রলম্বিত করা যায়, ''তোমার শেষ বিচারের সমন আসিবার পূর্বে প্রত্যহ নিজ কর্মের মূল্যায়ন কর।"

কোনোমতেই ইউনিটের অনুশীলনীসমূহ অর্থের ব্যাপ্তি পর্যন্ত পরিবেষ্টিত করতে চেষ্টা করে না, যা বিবেচনাধীনভাবে রচনাংশসমূহে সংরক্ষিত হয়েছে। একটি প্রশ্ন সকল শিক্ষক অবশ্যই প্রত্যাশা করবেন, তা হলো, দেওয়া যেকোনও অনুশীলনীতে কতখানি আলোচনা থাকতে পারে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, অনেক সম্পর্কযুক্ত অথচ গৌণ ভাবনাগুলি দীর্ঘায়িত আলাপ-আলোচনাসমূহ প্রবর্তন উপকরণের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। সকল গ্রুপকে অগ্রগতির যুক্তিগ্রাহ্য ছন্দ প্রতিষ্ঠা করতে হবে; অংশগ্রহণকারীদের একটি সহজসাধ্য বোধ অনুভব করতে হবে যে, তারা তাদের সম্ভাবনাসমূহ অনুযায়ী স্থিরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে; শিক্ষককে, যতটুকুই হোক না কেন, অবশ্যই, সতর্ক থাকতে হবে, পাছে পরিচ্ছেদগুলি অনুশীলনীসমূহের চিন্তাপূর্ণ বিশ্লেষণ ছাড়া আঙ্গিকভাবে এবং তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়; এইভাবে যে গ্রুপগুলি এগিয়েছে এবং শুধুমাত্র উত্তরসমূহ দিয়ে ভরাট করেছে, তারা কিন্তু কখনও স্থায়ী পরিণাম লাভ করতে পারেনি।

একটি চূড়ান্ত বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে; যেটি শিক্ষকের দায়িত্বে পড়ে, এটা নিশ্চিত করেছেন, গ্রুপের সকল সদস্য যেন শিক্ষার প্রক্রিয়ায় দায়বদ্ধ থাকে, যা উপকরণ দ্বারা সযত্নে লালিত হয়েছে। কোনও ব্যক্তিকে কিছু বলতে জোর জবরদস্তি না করা প্রায়ই একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম থেকে যা বুঝতে হবে তা হলো, কদাচিৎ এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হলে এই ধরনের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা, যেমন, ''তোমার কাছে এর অর্থ কি?'' এই ধরনের প্রশ্নগুলি মতামতের স্তরে জ্ঞান এবং সত্যতা কমিয়ে দেওয়ার প্রবণতা নিয়ে আসে। এবং এরপর এটি একটি আবহ তৈরি করতে সমস্যা প্রতিপন্ন করে, সেখানে গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে পরামর্শ বাস্তবে বাড়তি উপলব্ধির কারণস্বরূপ হয়।

বই-এর দ্বিতীয় ইউনিট প্রথমটির মতো সম্পর্কযুক্ত, আধ্যাত্মিক জীবনে প্রয়োজনীয় অভ্যাসের সাহায্যে; যেমন, নিয়মিতভাবে প্রার্থনা করা। আরম্ভের পরিচ্ছেদে সবিস্তারে ''সেবার পথ''-এর ভাবনা পরামর্শ দেয় যে, এই পথে চলতে আমাদের অবশ্যই একটি দ্বিমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। অংশগ্রহণকারীগণ উদ্ধৃতিগুলির একগুচ্ছ প্রাথমিক স্তবক পরীক্ষা করে, যা এই উদ্দেশ্যের প্রকৃতিতে অন্তর্দৃষ্টি নিবেদন করে, এটি একটি ভাবনা যা পরবর্তী কোর্সসমূহে সবিস্তারে বর্ণিত হবে।

এই ভাবনার প্রেক্ষাপটের বিপক্ষে, এই ইউনিট প্রার্থনার তাৎপর্য অনুসন্ধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। এটি অগ্রবর্তী রচনাংশে বর্ণিত একইরকম কর্মকৌশলের মতো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রশ্নগুলি এবং অনুশীলনীগুলি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয় যাতে অধ্যয়ন করা লিখনগুলি থেকে রচনাংশের অর্থের উপলব্ধি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। যখন গ্রুপ ইউনিটের মধ্য দিয়ে এগোয়, শিক্ষকের প্রয়োজন হতে পারে ধারণাসমূহে বিশ্লেষণ করে সন্দেহসমূহ দূর করা, যা বিগত দিনের অভ্যাস এবং ব্যাখ্যাগুলিতে গভীর প্রোথিত হয়ে আছে। কিছু ধ্যানধারণাসমূহ, ধর্মীয় ক্রিয়াপদ্ধতি এবং আকার ক্রমশ আভ্যন্তরীণ অবস্থা ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে, এবং অনেকেই প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা অবজ্ঞা করে, যা মানব আত্মার জন্য শরীরে পুষ্টি যোগানো খাবারের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

সর্বোপরি, এরপর ইউনিট ''ঈশ্বরের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে'' এবং তাঁর কাছে যেতে অংশগ্রহণকারীদের জাগরিত করতে উত্থিত হয়। ভাবনাগুলির মধ্যে যা নিবেদিত হয়েছে তা হলো, এর দ্বারা কি অর্থ উঠে আসে যখন আমরা প্রার্থনার অবস্থায় প্রবেশ করি। সেইসময় আমাদের হৃদয়গুলির এবং মনগুলির অঙ্গবিন্যাসের অবস্থা এবং আমাদের চারপাশের যে পরিস্থিতিগুলি তৈরি হওয়া উচিত, একা বা কোনও জমায়েতে আমরা যে অবস্থায় থাকি না কেন। প্রকৃতপক্ষে, জনগোষ্ঠীর উপাসনার মধ্যে দিয়ে তৈরি হওয়া শক্তিগুলির প্রতি কিছু ভাবনাচিন্তা করার পর, অংশগ্রহণকারীদের প্রার্থনা এবং ধর্মানুরাগের জন্য একটি জমায়েত আয়োজন করার বিষয়টি বিবেচনা করতে বলা হয়েছে।

''জীবন ও মৃত্যু'' বইটির তৃতীয় ইউনিটের অধ্যয়ন, আশা করা যায়, সেবার পথে চলার অঙ্গীকার এবং একে আরও প্রগাঢ় অর্থ দিয়ে ক্ষমতাসমৃদ্ধ করাকে শক্তিশালী করবে। এই বিশ্বে সেবা সবথেকে ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায় জীবনের পরিপূর্ণ প্রাসঙ্গিকতায়; যা আমাদের পার্থিব অস্তিত্বের বাইরেও বিস্তার লাভ করে এবং চিরদিন চলতে থাকে, যখন আমাদের আত্মাগুলির ঈশ্বরের পৃথিবীসমূহে অগ্রগতি ঘটে। শিক্ষার প্রক্রিয়াতে, যখন প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তারা যা করছে, অংশগ্রহণকারীদের এর অর্থ এবং তাৎপর্য বিষয়ে বেশী করে সচেতন হতে হবে।

কেবলমাত্র যদি এইরকম সচেতনতা তৈরি হয়, অভিজ্ঞতা সূচীত করে যে, তারা তাদের নিজস্ব শিক্ষায় নিজেদের কর্মঠ, দায়িত্ববান ''স্বত্তাধিকারীগণ'' হিসেবে দেখতে পারবে।

ইউনিটের প্রতিটি পরিচ্ছেদ বাহাই রচনাবলী এক থেকে তিনটি উদ্ধৃতিসমূহ দিয়ে আরম্ভ হয়, এরপর থাকে কিছু অনুশীলনীসমূহ। এই ইউনিটে দেওয়া রচনাংশগুলির ভাষা আগেকার দুটি ইউনিটের থেকে আরও বেশী অপরিহার্য হয়েছে। অবশ্যই, গ্রুপের জন্য কঠিন শব্দগুলি নিয়ে সবিস্তারে ভাবার দরকার নেই; শিক্ষক নিশ্চিত করতে চাইবেন, যাতে সকলেই প্রতিটি পরিচ্ছেদে বলা মূল ভাবনাটি আয়ত্ত করতে পারে, সঠিকভাবে যা অনুশীলনীগুলি স্পষ্ট করে দেখাতে চাইছে।

বিষয়ে দেওয়া পরিস্থিতির প্রকৃতি, অনুশীলনীগুলি, যা বাস্তবসম্মত উদাহরণসমূহের অন্তর্ভুক্ত, সেটা খুবই কম দেখা যায়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই একটি ধারণামূলক স্তরের প্রবণতা কাজ করে। যা লক্ষ্য রাখতে হবে, তা হলো অনুশীলনীসমূহ দ্বারা উদ্ভাবিত প্রশ্নগুলি তাড়াতাড়ি অথবা স্পষ্টভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এইগুলি বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে প্রবর্তিত হয়েছে; যদি যোগদানকারীসমূহ শুধুমাত্র এই ধরনের প্রশ্নগুলি নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে শিক্ষার লক্ষ্যবস্তু সম্পাদিত হবে।

প্রথম কিছু পরিচ্ছেদসমূহ আত্মা এবং শরীরের মধ্যে সম্পর্কের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করে, যা একত্রে, অস্তিত্বের এই সমতল ক্ষেত্রে মানব অস্তিত্ব গঠন করে। এই পরিচ্ছেদগুলিতে উপস্থাপিত মূল ভাবনা হলো, আত্মা একটি ভৌত অস্তিত্বশীল বস্তু নয়, শরীরের সঙ্গে এর সংযুক্তি আলোর সঙ্গে তুলনা করা যায়, যা একটি আয়নায় দৃষ্ট হয়। না এর উপরিস্তরে থাকা ধুলো, না আয়নার চূড়ান্ত বিনাশ নিজস্বভাবে আলোর দীপ্তি প্রভাবিত করতে পারে। মৃত্যু শুধু অবস্থার একটি পরিবর্তন, যখন শরীর এবং আত্মার মধ্যে সংযুক্তি ভেঙে যায়। এরপর, আত্মা অনন্তকাল ধরে এর সৃষ্টিকর্তার দিকে প্রগতি লাভ করতে থাকে।

ঈশ্বরকে জানতে এবং তাঁর উপস্থিতির লক্ষ্যে পৌঁছাতে ইউনিট এরপর জীবনের উদ্দেশ্যের প্রশ্নের প্রতি চালিত হয়। এখানে আলোচনা দুটি প্রশস্ত ভাবনাসমূহের চারপাশে আবর্তন করে। প্রথমটি হলো ইহজগতে আমাদের জীবনসমূহের উদ্দেশ্য, এবং দ্বিতীয়টি মৃত্যুর পর আত্মার প্রগতি। আত্মা হলো ঈশ্বরের একটি চিহ্ন এবং এটি তাঁর নামসকলের এবং প্রকৃতির সকল কিছু প্রতিফলন করতে পারে। এখনও মানব অস্তিত্বের অভ্যন্তরে থাকার সম্ভাবনাটি সুপ্ত; কেবলমাত্র ঈশ্বরের মহাপ্রকাশের সাহায্যে এর উন্নয়ন করা যায়, সেইসব পবিত্রকৃত ঈশ্বরের মহাপ্রকাশসমূহের সাহায্যে, যাঁরা বিভিন্ন সময় মানবজাতিকে পথ দেখাতে আসেন। তাঁদের প্রদান করা আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে থাকা লুকানো সম্পদসমূহ উদ্ঘাটিত করা যায়।

মৃত্যুর পর আত্মার প্রগতি বিষয়ে, অংশগ্রহণকারীদের গভীরভাবে চিন্তা করতে ভাবনাসমূহের একটি বিন্যাস পরিকল্পনা করা হয়েছে; যারা ঈশ্বরের প্রতি আস্থাবান, প্রকৃত সুখ অর্জনে তারা সিদ্ধিলাভ করতে পারবে; কারণ, আমাদের মধ্যে কেউই কখনও আমাদের নিজেদের সমাপ্তি জানতে পারবো না, এবং সেই কারণে, আমাদের একে অপরকে ক্ষমা করা উচিত এবং নিজেকে অন্যের তুলনায় উৎকৃষ্ট স্তরের ভাবা উচিত নয়; যাতে পরবর্তী জগতে, এইভাবে আত্মা নিয়ত প্রগতি লাভ করবে এবং যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাগুলি আমরা এখানে গঠন করেছি, সেখানে সাহায্য এবং সহায়তা করবে; যাতে আমরা আমাদের প্রিয়জনদের সৌরজগতের বাইরে সনাক্ত করতে পারবো, এই বিশ্বে আমাদের জীবনকালের কথা মনে রাখতে পারবো, এবং পবিত্র এবং শুদ্ধ আত্মাগুলির সঙ্গে সাহচর্য উপভোগ করবো।

বাহাউল্লাহর রচনাবলী থেকে একটি রচনাংশ দিয়ে ইউনিটটি শেষ হচ্ছে; যেখানে আমাদের পরবর্তী জগতের সুবিধাগুলির বিষয়ে সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং আমাদের অনুরোধ করা হয়েছে যে, আমাদের দুঃখ ডেকে আনতে জীবনের পরিবর্তনসমূহ এবং ঝুঁকিগুলি নিতে রাজি না হওয়া। অংশগ্রহণকারীদের এরপর, তাৎপর্যগুলি বিবেচনা করতে বলা হচ্ছে, যা তারা নিজেদের জীবনসমূহের জন্য অধ্যয়ন করেছে।

বাহাই রচনাবলী উপলব্ধি করা

উদ্দেশ্য

প্রত্যহ পবিত্র রচনাবলী হইতে রচনাংশসমূহ পড়া
এবং সেগুলির অর্থ অনুধাবন করার
অভ্যাস শক্তিশালী করা

পরিচ্ছেদ ১

এই ইউনিটের উদ্দেশ্য হলো প্রতিদিন পবিত্র রচনাবলী থেকে রচনাংশগুলি পড়ার অভ্যাস উন্নয়নশীল এবং দৃঢ় করতে তোমাদের সাহায্য করা এবং এর অর্থ নিয়ে অনুধাবন করা। ইউনিটটি একটি সরল অনুশীলনী দিয়ে শুরু হচ্ছে, যা তোমাদের রচনাবলী থেকে একটি এক-বাক্যে উক্তি পড়তে এবং একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলছে, যার উত্তর উক্তিটি নিজেই। যদিও সম্পাদন করা সহজ, অনুশীলনী তোমাদের উক্তিগুলির অর্থের উপর চিন্তা করতে এবং এদের মুখস্থ করতে সাহায্য করবে।

"পবিত্র ও ভাল কর্মের মধ্য দিয়ে এবং প্রশংসনীয় ও যথাযথ আচরণের মাধ্যমে পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।"[১]

১। পৃথিবীর মঙ্গল কীভাবে সাধিত হতে পারে? _____

_____

_____

"সাবধান, হে বাহার জনগণ, পাছে তোমরা তাহাদের পথে চলো যাহাদের বাক্য ও কর্মের পার্থক্য হয়।"[২]

২। কাদের পথে আমরা চলব না? _____

_____

_____

"হে অস্তিত্বের পুত্র! তোমার শেষ বিচারের সমন আসিবার পূর্বে প্রত্যহ নিজ কর্মের মূল্যায়ন কর .....।"[৩]

৩। শেষ বিচারের সমন আসার পূর্বে আমাদের কী করা উচিত? _____

_____

_____

"বলঃ হে ভ্রাতৃগণ! কর্মই তোমাদের ভূষণ হউক, বাক্য নহে।"[৪]

৪। আমাদের প্রকৃত ভূষণ কীরূপ হওয়া উচিত? _____

_____

"পবিত্র বাক্যাবলী এবং বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট কর্মসমূহ অতীব সুন্দর স্বর্গরাজ্যের প্রতি উন্নিত হয়।"[৫]

৫। পবিত্র বাক্যাবলী এবং বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট কর্ম কী করে? _____

_____

_____

পরিচ্ছেদ ২

নীচে বেশ কিছু উদ্ধৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত অনুশীলনীসমূহ আছে যা তোমরা সবে পড়েছ। এগুলি তোমাদের এদের তাৎপর্য আরও বেশী করে তোমাদের গ্রুপে চিন্তা করতে উদ্দিষ্ট হয়েছে এবং যান্ত্রিক উপায়ে করা উচিত হবে না। এর অর্থ এই নয় যে সব অনুশীলনীর জন্য অনেক বেশী আলোচনা করতে হবে। যখন অনুশীলনীটি দাবী করে, কিন্তু যদিও একে বিশদভাবে খতিয়ে দেখতে তোমাদের গ্রুপের শিক্ষক সাহায্য করবেন।

১। যখন কোনোকিছু ''প্রশংসনীয়'' হয়, সেটি প্রশংসার যোগ্য হয়। নীচের কোনটি প্রশংসনীয়?

— একজন ভাল কর্মী হওয়া
— অপরকে সম্মান করা
— অধ্যয়নশীল হওয়া
— মিথ্যাবাদী হওয়া
— অলস হওয়া
— অন্যদের সেবা করা

২। ''তোমার শেষ বিচারের সমন আসিবার পূর্বে''—এই বাক্যাংশটির অর্থ কী?_____

_____

৩। নীচের কোন উক্তিগুলি সত্য?

— পৃথিবীতে এত কম সংখ্যক ভাল লোক আছেন যে তাদের কাজের কোনও প্রভাব হয় না।

— কোনও কিছু সঠিক তখনই হয় যখন তার সঙ্গে অন্যান্য লোকের মতের মিল থাকে।

— কোনও কিছ সঠিক তখনই হয় যখন তা ঈশ্বরের শিক্ষার সঙ্গে মিলে যায়।

৪। নীচের কোনগুলি পবিত্র ও ভালো কর্ম?

— শিশুদের যত্ন নেওয়া এবং শিক্ষা দেওয়া

— চুরি করা

— অন্যের উন্নতির জন্য প্রার্থনা করা

— বিপদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একটু মিথ্যা বলা

— অপরকে সাহায্য করা এবং বিনিময়ে একটি পুরস্কারের আশা করা

৫। নীচের কোন পরিস্থিতিগুলির মধ্যে ব্যক্তির কথাগুলি তার (পুরুষ/নারী) কর্মের সঙ্গে অমিল হয়?

— কেউ পুনরাবৃত্তি করতে থাকে যে আমাদের সকলের একতাবদ্ধ হতে হবে কিন্তু এমন ব্যবহার করে যা বিরোধ সৃষ্টি করে।

— কেউ চরিত্রবান জীবনের মূল্যকে প্রশংসা করে কিন্তু তার বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক আছে।

৪— আত্মার উপর প্রতিফলন

— কেউ মাঝেমধ্যে মদ্যপান করে, যখন একটি ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসরণ করতে ব্যক্ত করে যে মদ্যপান নিষিদ্ধ।

— কেউ পুরুষ এবং মহিলার সমানতা নীতির প্রবক্তা কিন্তু, নিয়োগকর্তা হিসেবে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের একই কাজে কম বেতন দেন।

৬। একজন বাহাইয়ের অপরের কাছে পাপ স্বীকার করা কী অনুমোদনীয়?_____

৭। পাপ স্বীকার করার পরিবর্তে আমাদের কী করা উচিত? _____

_____

৮। ''অতীব সুন্দর স্বর্গ'' বাক্যটি বলতে কী বোঝায় _____

_____

৯। পৃথিবীর উপর খারাপ কর্মের প্রভাব কী রকম হয়?_____

_____

১০। যারা খারাপ কর্ম করে তাদের উপর এর প্রভাব কী রকম হয়? _____

_____

পরিচ্ছেদ ৩

এখন রচনাবলী থেকে নেওয়া নীচের উদ্ধৃতিগুলি পড় এবং অনুধাবন কর। এরপর এদের মুখস্থ করার চেষ্টা কর।

''সত্যবাদিতা সকল মানবিক গুণাবলীর আধার।''[৬]

১। সকল মানবিক গুণাবলীর আধার কী? _____

_____

''সত্যবাদীতা ব্যতীত ঈশ্বরের জগতসমূহে, আত্মার প্রগতি ও সাফল্য অসম্ভব।''[৭]

২। সত্যবাদীতা ব্যতীত কী হওয়া অসম্ভব? _____

_____

''হে জনগণ সত্যবাদীতার দ্বারা তোমাদের জিহ্বাগুলিকে সুন্দর কর, এবং সততার অলঙ্কারে তোমাদের আত্মাগুলিকে সজ্জিত কর।''[৮]

৩। কীসের দ্বারা আমাদের জিহ্বাগুলিকে সুন্দর করা উচিত? _____

_____

৪। কীসের দ্বারা আমাদের আত্মাগুলিকে সজ্জিত করা উচিত? _____

_____

"তোমার চক্ষু হউক পবিত্র, তোমার হস্ত হউক বিশ্বস্ত, তোমার জিহ্বা হউক সত্যবাদী এবং তোমার হৃদয় হউক আলোকিত।"[৯]

৫। আমাদের চক্ষু কীরকম হওয়া উচিত? _____ আমাদের হস্ত? _____
আমাদের জিহ্বা? _____ আমাদের হৃদয়? _____

"যাহার ঈশ্বরের মন্দিরে বসবাস করে এবং চিরস্থায়ী গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত, তাহারা এমনকি ক্ষুধায় মরণাপন্ন হইয়া পড়িলেও তাহাদের প্রতিবেশীর সম্পত্তি, সে যতই নীচ এবং খারাপ হউক না কেন, বেআইনীভাবে দখল করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিতে অসম্মত হইবে।"[১০]

৬। আমরা কি করা থেকে বিরত থাকবো, এমনকি যদি আমরা ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হই? _____

_____

_____

পরিচ্ছেদ ৪

যেমন তোমরা হয়তো পরিচ্ছেদ-২এ লক্ষ্য করেছ, এই ইউনিটের কিছু অনুশীলনীসমূহ সঠিক উত্তরসমূহ দাবি করে। এইরকম ক্ষেত্রগুলিতে, যদি উত্তর সম্পর্কে সন্দেহ থাকে, তোমাদের গ্রুপের শিক্ষক তোমাদের এবং সঙ্গী যোগদানকারীদের সাহায্য করতে পারবে চিন্তার ঐক্যমতে পৌঁছাতে। অন্য অনুশীলনীগুলির জন্য, পরামর্শ যা নিজ ভাবেই মূল্যবান এবং কোনও একটি নির্দিষ্ট উত্তর নয়। নীচের, প্রথম প্রকারের অনুশীলনী ৩-এ, যেখানে অনুশীলনী ৬ দ্বিতীয় বিভাগে পড়ে।

১। সত্যবাদীতা সকল মানবিক গুণাবলীর আধার। পাঁচটি গুণের উল্লেখ করঃ _____

_____

_____

২। সত্যবাদীতা ছাড়া এইসব গুণাবলী কী আমরা অর্জন করতে পারি?_____

৩। নীচের কোন উক্তিগুলি যথার্থ?

— একজন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বললেও ন্যায়পরায়ণ হতে পারে।

— যে চুরি করে তার হস্ত বিশ্বস্ত।

— বিশ্বস্ত হস্ত অপরের জিনিষ স্পর্শ করে না।

— অশ্লীল বই এবং পত্রিকা পড়া, বাহাউল্লাহর উপদেশ 'পবিত্র চক্ষুর অধিকারী হও'-এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

— সত্যবাদীতা মানে মিথ্যা কথা না বলা।

— সততা হল আত্মার অলঙ্কার।

— সত্যবাদী না হলেও আধ্যাত্মিক উন্নতি করা যায়।

৬– আত্মার উপর প্রতিফলন

— যখন তখন মিথ্যা বলা ঠিক।
— ক্ষুধার্ত ব্যক্তি চুরি করলে ঈশ্বরের কাছে তা গ্রহণযোগ্য।
— পরে ফেরত দেওয়ার মানসিকতা নিয়ে অপরের জিনিস বিনা অনুমতিতে নিয়ে যাওয়াকে চুরি করা বলে না।
— আমরা যখন সততার সঙ্গে কাজ করি এবং সৎ ও সত্যবাদী থাকি তখন আমাদের হৃদয় আলোকিত হয়।
— কিছুটা প্রতারণা না করে একটি ব্যবসা সফল করা অসম্ভব।

৪। নিজের প্রতি মিথ্যা কথা বলা কী সম্ভব? _____

৫। আমরা যখন মিথ্যা কথা বলি তখন আমরা কি হারাই? _____

৬। আমরা সবাই যদি সৎ এবং সত্যবাদী হতাম তবে পৃথিবীটা কী রকম হত? _____

_____

_____

_____

পরিচ্ছেদ ৫

নীচের উদ্ধৃতিগুলি পড়ে মুখস্থ করার চেষ্টা কর। রচনাবলী থেকে নেওয়া উদ্ধৃতিগুলি মুখস্থ করা যথেষ্ট পরিমাণে ফলপ্রসূ, এবং তোমাদের এটা করতে সর্বতোভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। অবশ্যই, সকলে রচনাংশগুলি সহজভাবে মুখস্থ করতে পারবে না। যাইহোক না কেন, এই চেষ্টা, আমাদের অন্তরসমূহে এবং মনগুলিতে সেসব ভাবনাগুলি খোদাই হয়ে থাকতে এবং মূল পাঠের যতটা সম্ভব কাছাকাছি গিয়ে সেটি কথায় প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

"সদয় ভাষা মানব হৃদয়ের লোডস্টোন। ইহা আত্মার খাদ্য, ইহা বাক্যকে অর্থ দ্বারা আবৃত করে, ইহা জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোক ঝর্ণা।"[১১]

১। সদয় ভাষাকে কীভাবে বর্ণনা করা যায়? _____

_____

_____

_____

২। বাক্যের উপর সদয় ভাষার কী রকম প্রভাব হয়? _____

_____

"হে প্রভুর প্রিয়তম! এই পবিত্র বিধানে কলহ ও বিবাদের কোনরূপ অনুমতি দেওয়া হয় নাই। প্রত্যেক আক্রমণকারী ঈশ্বরের আশীর্বাদ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করে।"[১২]

৩। এই উদ্ধৃতি অনুসারে উক্ত বিধানে কীসের অনুমতি দেওয়া হয় নি? _____

_____

৪। আক্রমণকারী নিজের প্রতি কী ক্ষতি করবে? _____

_____

''ঈশ্বরের প্রিয়জনদের মধ্যে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব, বিবাদ, বিচ্ছেদ ও অনীহা ব্যতীত অপর কিছুই নাই যাহা, বর্তমান যুগে এই ধর্মের কোনরূপ বড় ক্ষতি সাধন করিতে পারে।''[১৩]

৫। কী অবস্থা ঈশ্বরের ধর্মের বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে? _____

_____

_____

''কেবল বাক্য দ্বারা বন্ধুত্ব প্রদর্শনে সন্তুষ্ট হইও না, যাহারা তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহাদের সকলের জন্য তোমার হৃদয় সস্নেহ-সহানুভূতিতে প্রজ্জ্বলিত হউক।''[১৪]

৬। কী ধরনের বন্ধুত্ব আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারবে না? _____

_____

৭। আমার হৃদয় কীসের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হবে? _____

_____

''যখন যুদ্ধের ভাবনার উদয় হয় তখন তাহাকে অধিকতর শক্তিশালী ভাবনা দ্বারা প্রতিরোধ কর। ঘৃণার মনোভাবকে অধিকতর শক্তিশালী ভালবাসার মনোভাব দ্বারা অবশ্যই ধ্বংস করিতে হইবে।''[১৫]

৮। যুদ্ধের ভাবনাকে কীভাবে প্রতিরোধ করবে? _____

_____

৯। ঘৃণার মনোভাবকে কীভাবে ধ্বংস করবে? _____

_____

পরিচ্ছেদ ৬

উপরের উক্তিগুলি মনে রেখে নীচের অনুশীলনীসমূহ সম্পাদন করঃ

১। ''লোডস্টোন'' চুম্বকের আর একটি শব্দ। সদয় বাক্য কিভাবে লোডস্টোনের ন্যায় কাজ করে?

_____

২। নীচের কোন বিবৃতি সদয় বাক্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়?

— ''আমাকে বিরক্ত কোরো না?''

— ''কেন তুমি এটা বুঝতে পারছ না?''

— ''তুমি কী দয়া করে অপেক্ষা করবে?''

— "শিশুরা কি ভয়ঙ্কর!"
— "তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি খুব দয়ালু।"
— "এখন আমার কোন সময় নেই, আমি খুব ব্যস্ত।"

৩। নীচের কোন পরিস্থিতিগুলিতে অসঙ্গতিপূর্ণতা এবং বিতর্ক রয়েছে?

— দু'জন মানুষ পরামর্শ করার সময় কিছু বিষয়ে আলাদা ভাবনাসমূহ প্রকাশ করে।
— দু'জন মানুষ পরামর্শের সময় বিচলিত হয় এবং একে অন্যের সঙ্গে তর্ক করে।
— দু'জন মানুষ একটি সাপ্তাহিক ভক্তিমূলক সভায় যাওয়া বন্ধ করে, কারণ তারা একে অপরের সঙ্গে কথা বলে না।
— একটি দলের সদস্যবৃন্দ যারা একটি প্রকল্পে একসঙ্গে কাজ করে, প্রত্যেকে নালিশ জানিয়ে বলতে থাকে যে, অন্যান্যরা তাদের ভূমিকা পালন করছে না।

৪। নীচের কোন পরিস্থিতিসমূহ মতান্তবের চিহ্নগুলি সামনে আনে?
— দুই বন্ধু রাস্তা অতিক্রম করে কিন্তু একে অপরকে অগ্রাহ্য করে।
— কোনও একজন একটি ভক্তিমূলক সভায় উপস্থিত হয়, এবং সকলে তাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানায়।
— যদিও তারা একে অপরের প্রতি নম্র, একটি গ্রুপের দুজন সদস্য একসঙ্গে একটি প্রকল্পে যোগ দিতে অনিচ্ছুক।

৫। ঠিক করো নীচের উক্তিগুলি সত্য কিনা?

— একজন অপরের সম্পর্কে যা ভাবে ঠিক তাই বলা উচিত; এবং তাতে তাদের মনে আঘাত লাগলেও কিছু এসে যায় না।
— বিবাদ এড়ানোর জন্য মিথ্যা কথা বলা ঠিক।
— ভালোবাসা ও দয়ার দ্বারা দ্বন্দ্ব ও বিবাদকে জয় করা যায়।
— ভালোবাসার সঙ্গে বলা বাক্য অনেক বেশী কার্যকরী হয়।
— কেউ শুরু করলে তার সঙ্গে লড়াই করা ঠিক।
— যখন কেউ অসুস্থ বা দুঃখিত হয় তখন অন্যদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করার অধিকার তার আছে।
— অন্যেরা যখন কিছু ভুল কাজ করে তখন তাদের উপহাস করা নির্দয় কাজ।
— যখন দু'জন বন্ধুর মধ্যে অসদ্ ভাব দেখা দেয়, তখন উভয়েরই উচিত একে অপরের প্রতি আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া।
— যখন পরস্পরের মধ্যে অসদ্ ভাব থাকে তখন উভয়েরই অপেক্ষা করা উচিত যতক্ষণ না অপরজন তার দিকে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য এগিয়ে আসে।

পরিচ্ছেদ ৭

নীচের উদ্ধৃতিগুলি পড় এবং মুখস্থ কর।

". . .**পরনিন্দা হৃদয়ের আলোককে নির্বাপিত করে, এবং আত্মার চেতনাশক্তিকে ধ্বংস করে।**"[১৬]

"যতদিন তুমি স্বয়ং পাপ কর্মে রত থাকিবে ততদিন তুমি অপরের পাপ প্রকাশ করিও না।"[১৭]

"মন্দ বাক্য বলিও না, যাহাতে তোমাকে শ্রবণ করিতে না হয় যে ইহা তোমার প্রতিও বলা হইয়াছে; এবং অপরের দোষ-ত্রুটিকে অতিরঞ্জিত করিও না, যাহাতে তোমার নিজ দোষ-ত্রুটি বৃহৎ হইয়া উপস্থিত না হয় . . ."[১৮]

"হে অস্তিত্বের পুত্র! কী করিয়া তুমি তোমার নিজের দোষ-ত্রুটি বিস্মৃত হইয়াছ এবং অপরের দোষ-ত্রুটি লইয়া নিজেকে ব্যস্ত রাখিয়াছ?"[১৯]

১। যে পরনিন্দা-চর্চা করে তার উপর এর প্রভাব কী রকম হয়? _____

_____

২। অপরের পাপের বিষয়ে চিন্তা করার পূর্বে আমাদের কী বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত?

_____

৩। অপরের দোষ-ত্রুটিকে অতিরঞ্জিত করলে আমাদের কী হবে? _____

_____

৪। অপরের দোষ-ত্রুটি নিয়ে চিন্তা করার সময় আমাদের কী মনে রাখা উচিত? _____

_____

পরিচ্ছেদ ৮

উপরের উদ্ধৃতিগুলি মনে রেখে, নীচের অনুশীলনীগুলি সম্পাদন করঃ

১। যে ব্যক্তি অপরের দোষ-ত্রুটির প্রতি আলোকপাত করে তার আত্মার প্রগতি কীরকম হয়?_____

২। সমাজের উপর পরনিন্দা-চর্চার প্রভাব কী রকম হয়?_____

_____

৩। যখন কোনো বন্ধু অপরের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে বলতে শুরু করবে তখন তুমি কী করবে? _____

_____

৪। ঠিক কর নীচের উক্তিগুলি সত্য কিনা?

— কোন একজন ব্যক্তির প্রকৃত দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে কথা বললে আমাদের পরনিন্দা-চর্চা করা হয় না।
— কোন একজন ব্যক্তির দোষ ও গুণের কথা একই সময় বললে আমাদের পরনিন্দা-চর্চা করা হয় না।
— পরনিন্দা-চর্চা করা আমাদের সমাজে এক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং আমাদের তা পরিহার করে চলার শিক্ষাকে উন্নত করতে হবে।
— যদি শ্রোতা প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আমরা অপরের সম্পর্কে যা বলব তা সে কোনও পুনরাবৃত্তি করবে না, সেক্ষেত্রে পরনিন্দা-চর্চাতে কোনও ক্ষতি নেই।

— একতার সবচেয়ে বড় শত্রুদের মধ্যে পরনিন্দা-চর্চা অন্যতম।

— আমরা যদি সবসময় অন্য লোকদের সম্পর্কে আলোচনার অভ্যাস অর্জন করি, তাহলে পরনিন্দা-চর্চার মধ্যে আমরা অনায়াসে জড়িয়ে পড়বো।

— একটি স্থানীয় আধ্যাত্মিক সভার আলোচনাসভায় একটি কমিটির সদস্যদের নাম বলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মানুষের সামর্থ্য নিয়ে যখন আলোচনা করা হয়, এটা হল পরনিন্দা-চর্চা।

— যখন আমাদের মনে পরনিন্দা-চর্চা করার প্রবণতা জাগে, তখন আমাদের উচিত নিজেদের দোষ-ত্রুটির কথা চিন্তা করা।

— যখন আমরা জানতে পারি যে একজন ব্যক্তি এমন কিছু কাজ করছে যা ধর্মের পক্ষে ক্ষতিকারক, তখন আমাদের উচিত সমাজের সদস্যদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করা।

— যখন আমরা জানতে পারি যে একজন ব্যক্তি এমন কিছু কাজ করছে যা ধর্মের পক্ষে ক্ষতিকারক, তখন আমাদের উচিত একমাত্র স্থানীয় আধ্যাত্মিক সভাকে জানানো।

— একটি বিবাহিত দম্পতির অন্য মানুষদের ত্রুটিগুলি নিয়ে কথা বলা ভুল নয়, যেহেতু তাদের পরস্পরের প্রতি গোপন বিষয়গুলি বজায় রাখা উচিত নয়।

পরিচ্ছেদ ৯

এই ইউনিটের উদ্দেশ্য হলো, যেরকম শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি হলো, যোগদানকারীদের পবিত্র রচনাবলী থেকে প্রতিদিন রচনাংশগুলি পড়ার এবং তাকে শক্তিশালী এবং এর অর্থ নিয়ে চিন্তা করার অভ্যাসে সাহায্য করা। রোজ সকালে এবং বিকেলে ঈশ্বরের স্তবকগুলি পড়া বাহাউল্লাহর একটি শিক্ষা, যা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে সহায়ক। নীচের রচনাংশটি, যা আমরা এই বাধ্যবাধকতা পূর্ণ করতে বদান্যতাগুলি লাভ করি, তা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, এবং তোমাদের এটি মুখস্থ করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছেঃ

"আমার বাণীগুলির মহাসাগরে তোমাদের নিমজ্জিত করো, যাতে তোমরা এর রহস্যসমূহ উদ্‌ঘাটন করতে পারো, এবং প্রজ্ঞার সকল মণিমুক্তাসমূহ আবিষ্কার করতে পারো, যা এর গভীরতাসমূহের অন্তরালে রয়েছে।"[২০]

এই ইউনিট শেষ করার পর, বাহাউল্লাহর রচনাবলীর একটি বই সংগ্রহ করতে এবং তা থেকে রোজ পড়তে পারো। নিহিতবাণী হতে পারে একটি ভালো এবং প্রথম পছন্দ।

REFERENCES

1. Bahá'u'lláh, cited by Shoghi Effendi, *The Advent of Divine Justice* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2006, 2018 printing), par. 39, pp. 36–37.

2. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1983, 2017 printing), CXXXIX, par. 8, p. 345.

3. Bahá'u'lláh, *The Hidden Words* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2003, 2012 printing), Arabic no. 31, p. 11.

4. Ibid., Persian no. 5, p. 24.

5. Ibid., Persian no. 69, p. 46.

6. 'Abdu'l-Bahá, cited by Shoghi Effendi, *The Advent of Divine Justice*, par. 40, p. 39.

7. Ibid.

8. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, CXXXVI, par. 6, p. 336.

9. *Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1988, 2005 printing), no. 9.5, p. 138.

10. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, CXXXVII, par. 3, p. 338.

11. Ibid., CXXXII, par. 5, p. 327.

12. *Will and Testament of 'Abdu'l-Bahá* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1944, 2013 printing), p. 26.

13. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, V, par. 5, p. 8.

14. From a talk given on 16 and 17 October 1911, published in *Paris Talks: Addresses Given by 'Abdu'l-Bahá in 1911* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2006, 2016 printing), no. 1.7, p. 6.

15. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 21 October 1911, ibid., no. 6.7, p. 22.

16. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, CXXV, par. 3, p. 300.

17. *The Hidden Words*, Arabic no. 27, p. 10.

18. Ibid., Persian no. 44, p. 37.

19. Ibid., Arabic no. 26, p. 10.

20. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, LXX, par. 2, p. 154.

প্রার্থনা

উদ্দেশ্য

প্রার্থনার গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং প্রাত্যহিক
প্রার্থনা করার অভ্যাস অর্জন করা

পরিচ্ছেদ ১

রুহি ইন্‌স্টিটিউটের কোর্সগুলি অংশগ্রহণকারীদের সেবার পথে চলার জন্য উদ্দীষ্ট হয়েছে। আমরা একটি দ্বিমুখী উদ্দেশ্যের বোধে প্রণোদিত হয়ে এই পথে চলি—আধ্যাত্মিকভাবে এবং মেধাগতভাবে বেড়ে উঠতে এবং সমাজের রূপান্তরে অবদান রাখতে। আমাদের উদ্দেশ্যের এই দু'টি দৃশ্যরূপ পরস্পরের থেকে অবিচ্ছেদ্য, একটি রচনায় বাহাউল্লাহ আমাদের উদ্বুদ্ধ করে বলেনঃ

''নিজেদের নিজস্ব বিষয়ে জড়িত হয়ে ব্যস্ত থেকো না; যেন তোমাদের ভাবনাগুলি সেই বিষয়ের উপর নিবদ্ধ করো, যা মানবজাতির ভাগ্যগুলিকে পুনর্বাসন দেবে এবং মানুষের হৃদয়গুলি ও আত্মাগুলিকে পবিত্র করবে।''[১]

আর একটি রচনায়, তিনি স্পষ্ট করেনঃ

''...যে উদ্দেশ্য নশ্বর মানুষের আছে, চূড়ান্ত অস্তিত্বহীনতা থেকে, অস্তিত্বের রাজ্যে প্রবেশ করে, তারা হয়তো বিশ্বের মঙ্গলের জন্য এবং ঐক্য ও পারস্পরিক সমন্বয়ে একসঙ্গে বসবাস করতে পারে।''[২]

আমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি, তিনি ঘোষণা করেনঃ

''একটি শুদ্ধ হৃদয় একটি আয়নার মতো; ভালোবাসার চাকচিক্য দিয়ে একে পরিষ্কার করো এবং ঈশ্বর ছাড়া সবকিছু থেকে বিচ্ছেদ ঘটাও, যাতে সত্য সূর্য সেখানে প্রদীপ্ত হতে পারে এবং চিরন্তন প্রভাত প্রতীয়মান হয়।''[৩]

এবং আবদুল-বাহা আমাদের বলেনঃ

''তোমাদের হৃদয়গুলি যেন অবশ্যই শুদ্ধ হয় এবং তোমাদের অভিপ্রায়গুলি যেন আন্তরিক হয়, যাতে তোমরা দিব্য প্রদানগুলির প্রাপক হও।''[৪]

১। আমাদের ভাবনা এবং বিবেচনাসমূহের কি স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়া উচিত? _____

_____

_____

২। কি উদ্দেশ্যে আমরা চূড়ান্ত অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বের রাজ্যে পা ফেলেছি?

_____

_____

_____

৩। কি দিয়ে আমরা হৃদয়ের আয়না পরিষ্কার করবো? _____

_____

৪। কিছু শর্তাবলীসমূহ কি রয়েছে, যা দিব্য প্রদানসমূহ আকর্ষণ করে? _____

_____

৫। নীচের কোনোটি কি সত্য?

— প্রথমে তোমাকে নিজের ভার নিতে হবে, এবং এরপর তুমি অন্যের দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়ে ভাবতে পারো।

— যদি তুমি সর্বদা অন্যদের সাহায্য করতে থাকো, তুমি অবশেষে নিজের লক্ষ্যসমূহের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলবে।

— তুমি নিজে তোমার সবথেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

— যা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো খুঁজে বার করা, কি তোমাকে আনন্দ দেয়।

— স্বপ্নগুলি অনুসরণ করো, সেটাই তোমাদের সুখের দিকে নিয়ে যাবে।

— যতদিন না তুমি কাউকে কষ্ট দিচ্ছো, তুমি কি করছো তাতে যায় আসে না।

— স্বার্থপর হওয়ার অভিপ্রায়গুলি ঠিক আছে, যতদিন পর্যন্ত কিছু ভালো কাজ তুমি করবে।

পরিচ্ছেদ ২

তোমার দ্বিমুখী প্রধান উদ্দেশ্যের প্রতি প্রত্যয় হলো যে, আমরা সকলে আদর্শবান হিসেবে সৃষ্ট হয়েছি। বাহাউল্লাহ বলেছেন ঃ

''হে আত্মার পুত্র! আমি তোমাকে ঐশ্বর্যশালী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি, তবু কেন তুমি নিজেকে দারিদ্র্যের প্রতি অবনত করিতেছ? সম্ভ্রান্ত করিয়া তোমাকে আমি তৈয়ারী করিয়াছি, তবু কেন তুমি নিজেকে হীনপদস্থ করিতেছ? জ্ঞানের সারভাগ হইতে আমি তোমাকে অস্তিত্ব দান করিয়াছি, তবু কেন তুমি আমা ব্যতীত অপরের নিকট হইতে জ্ঞান অন্বেষণ করিতেছ? প্রেমের মৃত্তিকা হইতে আমি তোমাকে গঠন করিয়াছি, তা সত্ত্বেও কেন তুমি নিজেকে অপরের সহিত ব্যস্ত রাখিয়াছ? তোমার দৃষ্টি তোমার নিজের প্রতি নিবদ্ধ কর; যাহাতে তোমার মধ্যেই তুমি, শক্তিশালী, ক্ষমতাসম্পন্ন এবং স্বয়ংসিদ্ধ আমাকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাও।''[৫]

নীচের শূন্যস্থান পূর্ণ করো, যা তোমাকে রচনাটি চিন্তা করতে সাহায্য করবে।

''হে আত্মার পুত্র, আমি তোমাকে _____ _____, তবু কেন তুমি নিজেকে _____? _____ আমি _____, তবু _____ নিজেকে _____? জ্ঞানের সারভাগ _____ আমি _____, তবু কেন তুমি _____ করিতেছ? প্রেমের মৃত্তিকা _____ , তা সত্ত্বেও কেন তুমি _____ রাখিয়াছ? তোমার দৃষ্টি _____;যাহাতে তোমার _____তুমি, _____, _____ এবং _____ _____ দেখিতে পাও।''

আমাদের আত্মাগুলির মহত্ত্বের প্রতি যথার্থ হতে, অবশ্যই আমাদের অস্তিত্বের উৎসস্থলের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে এবং তাঁর থেকে আলোকপ্রাপ্ত অবস্থার অন্বেষণ করতে হবে। এটি অর্জন করতে অন্যতম একটি জাগ্রত উপায়সমূহ প্রার্থনার মাধ্যমে সংঘটিত হবে। ধর্মের অভিভাবক, শোঘী এফেন্দী, আমাদের বলেন যে, এর প্রধান লক্ষ্য হলো ''ব্যক্তির এবং সমাজের উন্নতি, আধ্যাত্মিক ন্যায়পরতা এবং শক্তিগুলির মাধ্যমে। মানুষের আত্মা যার প্রথমে পুষ্টিসাধন করতে হবে। এবং এই আধ্যাত্মিক পুষ্টিসাধনে, প্রার্থনা সবথেকে ভালোভাবে প্রদান করতে পারে?''[৬]

পরিচ্ছেদ ৩

ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্ব প্রাজ্ঞ। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি জানেন আমাদের অন্তরসমূহে কি আছে এবং আমাদের জন্য সর্বোত্তম কি। আমাদের প্রার্থনাসমূহ তাঁর প্রয়োজন নেই। তাহলে আমরা কেন প্রার্থনা করবো?

'আবদুল-বাহা বলেছেনঃ

''উন্নততম প্রার্থনাতে, মানুষ কেবল ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার জন্য প্রার্থনা করে, তাঁহাকে অথবা নরককে ভয় করিবার জন্য নহে। অথবা বদান্যতা তথা স্বর্গের আশায় নহে .... যখন একজন মানুষ অপর একজন মানুষের প্রেমে পতিত হয় তখন তাহার সেই প্রিয়তমের নাম উল্লেখ করা হইতে বিরত থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হয়। যখন কেহ ঈশ্বরকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে তখন তাহার পক্ষে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইতে বিরত থাকা আরও তত বেশি কঠিন হইয়া পড়ে ... আধ্যাত্মিক মানুষ ঈশ্বরের স্মরণ ব্যতীত অন্য কোনও কিছুতে আনন্দের সন্ধান পায় না।''[৭]

এবং, একটি প্রশ্নের উত্তরে, তিনি ব্যাখ্যা করেনঃ

''যদি এক বন্ধু অন্যকে ভালবাসে সেক্ষেত্রে ইহা কী স্বাভাবিক নহে যে সে তাহা বলিতে চাহিবে? যদিও সে জানে যে তাহার বন্ধু তাহার ভালবাসার কথা জানে, তবুও কী সে তাহাকে সেকথা জানাইতে ইচ্ছা করিবে না? .... ইহা সত্য যে ঈশ্বর সকল হৃদয়ের ইচ্ছাগুলিকে জানেন; কিন্তু প্রার্থনা করিবার জন্য আবেগ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার যাহা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালবাসা হইতে নির্গত হয়।''[৮]

১। নীচের বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করঃ

ক) _____ প্রার্থনাতে, মানুষ কেবল ঈশ্বরের প্রতি _____ জন্য প্রার্থনা করে, তাঁহাকে অথবা _____ ভয় করিবার জন্য নহে। অথবা _____ তথা স্বর্গের আশায় নহে।

খ) যখন একজন _____ অপর একজন মানুষের _____ পতিত হয় তখন তাহার (সেই) _____ নাম _____ করা হইতে বিরত থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হয়। যখন কেহ ঈশ্বরকে _____ আরম্ভ করে তখন তাহার পক্ষে তাঁহার _____ উল্লেখ করা হইতে _____ থাকা আরও তত বেশি _____ হইয়া পড়ে।

গ) আধ্যাত্মিক মানুষ ঈশ্বরের _____ ব্যতীত অন্য কোনও কিছুতে _____ সন্ধান পায় না।

২। কেন আমরা প্রার্থনা করি? _____

_____

৩। ''ঈশ্বরের স্মরণ'' শব্দগুচ্ছের অর্থ কি? _____

_____

৪। একজন ব্যক্তির অত্যন্ত দীপ্ত প্রত্যাশা কি, যে অন্যকে ভালোবাসে? _____

_____

৫। প্রার্থনা করার প্রেরণা কোথা থেকে উঠে আসে? _____

_____

পরিচ্ছেদ ৪

বাহাউল্লাহ কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত একটি প্রার্থনায়, আমরা পড়িঃ

"…. আমার প্রার্থনাকে অগ্নিসম কর, যাহা আমাকে তোমার সৌন্দর্য হইতে দূরে সরাইয়া রাখার আবরণগুলিকে ভস্মীভূত করিবে; এবং এক আলোকে পরিণত কর, যাহা আমাকে তোমার সান্নিধ্যের মহাসাগরের প্রতি পরিচালিত করিবে।"[৯]

সেই একই প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরকে প্রশ্ন করি;

"হে আমার প্রভু, আমার প্রার্থনাকে জীবন্ত বারিধারার মতো করিয়া দাও যাহাতে আমি তোমার সার্বভৌমত্ব যতদিন স্থায়ী থাকিবে ততদিন জীবিত থাকিতে পারি, এবং তোমার জগতসমূহের প্রত্যেক জগতে তোমার নাম সংকীর্তন করিতে পারি।"[১০]

১। কি অর্থে প্রার্থনা আগুনের মতো হতে পারে? সেটি কি আবিষ্ট করে?_____

_____

২। কিছু অবগুণ্ঠনসমূহের উল্লেখ করো, যা আমাদের ঈশ্বরের থেকে আড়াল করে? _____

_____

_____

৩। প্রার্থনা কি একটি আলোর মতো হতে পারে? সেটা আমাদের কোথায় নিয়ে যায়? _____

_____

৪। প্রার্থনা কি জীবনধারণের জলের ঝরণার মতো হতে পারে? আমাদের আত্মাসমূহের উপর এটি কি প্রদান করে? _____

_____

_____

পরিচ্ছেদ ৫

আবদুল-বাহার নীচের বাণীগুলি পড় এবং চিন্তাভাবনা করোঃ

"এই অস্তিত্বের জগতে প্রার্থনা হইতে অধিকতর মধুর আর কিছুই নাই। মানুষ অবশ্যই প্রার্থনাপূর্ণ অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিবে। প্রার্থনা ও মিনতিপূর্ণ অবস্থাই হইল সর্বাপেক্ষা পবিত্র অবস্থা। প্রার্থনা হইতেছে ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি অথবা মধুরতম অবস্থা হইতেছে ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন, ইহা ব্যতিরেকে অন্য কিছু নহে। ইহা আধ্যাত্মিকতার জন্ম দেয়, মনোযোগ এবং স্বর্গীয় অনুভূতি সৃষ্টি করে, স্বর্গরাজ্যের নূতন নূতন আকর্ষণের উদ্রেক করে এবং উচ্চতর বোধশক্তির সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির জন্ম দেয়।"[১১]

১। অস্তিত্বের জগতে মধুরতম অবস্থাটি কী?_____

_____

২। ''প্রার্থনাপূর্ণ অবস্থা'' বলতে কী বোঝায়?_____

৩। প্রার্থনার দ্বারা যে অবস্থাগুলির সৃষ্টি হয় তার কয়েকটি উল্লেখ করো _____

৪। এইসব ইউনিটগুলিতে তোমাদের পড়া উদ্ধৃতগুলির পর্যালোচনা করো এবং প্রার্থনার প্রকৃতি বিষয়ে পাঁচটি শব্দগুচ্ছ লেখঃ

প্রার্থনা _____

প্রার্থনা _____

প্রার্থনা _____

প্রার্থনা _____

প্রার্থনা _____

পরিচ্ছেদ ৬

নীচে বর্ণিত বাহাউল্লাহর পবিত্র বাণীটি অধ্যয়ন কর এবং তাঁর উপর গভীরভাবে চিন্তা করঃ

''হে আমার সেবক, ঈশ্বরীয় বাণীগুচ্ছ, যাহা তোমরা প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই সকল তাহাদের ন্যায় সুর করিয়া আবৃত্তি কর যাহারা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হইয়াছে, যাহাতে তোমার এই সুমধুর সুর তোমার ঐ আত্মাকে প্রজ্জ্বলিত করিতে পারে এবং সমগ্র মানুষের হৃদয়গুলিকে আকর্ষিত করিতে পারে। যে কেহ তার নির্জন কক্ষে ঈশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত শ্লোক পাঠ করিবে, চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত দেবদূতগণ তাহার মুখনিসৃত শব্দের সৌরভকে চতুর্দিকে ব্যপ্ত করিবে এবং প্রত্যেক ধার্মিক মানুষের হৃদয়কে স্পন্দিত করিবে। যদিও প্রথমে সে ইহার ফলাফল সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিবে তথাপি তাহার উপর প্রদত্ত করুণার দাক্ষিণ্য আবশ্যিকভাবে তাহার আত্মার উপর অতি শীঘ্র অথবা বিলম্বে প্রভাব বিস্তার করিবে। এই রূপে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের রহস্যগুলি তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে, যিনি সকল প্রজ্ঞা ও শক্তির উৎস।''[১২]

১। ''সুমধুর সুরে আবৃত্তি করা'' বলতে কী বোঝায়?_____

২। কীভাবে আমরা ঈশ্বরের শ্লোক সুমধুর সুরে পাঠ করি? _____

৩। ''পাঠ করা'' বলতে কী বোঝায়?_____

৪। ''চতুর্দিকে ব্যপ্ত'' বলতে কী বোঝায়? _____

৫। আমাদের সুরের মাধুর্য আমাদের নিজের আত্মার উপর কীরকম প্রভাব ফেলবে?_____

৬। আমাদের সুরেলা ধ্বনিপ্রবাহের মিষ্টতা অন্যদের হৃদয়সমূহে কি প্রভাব ফেলবে? _____

পরিচ্ছেদ ৭

তোমরা ইচ্ছা করলে বাহাউল্লাহ কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত একটি প্রার্থনার নীচের দুটি রচনাসমূহ মুখস্থ করতে পারোঃ

''হে ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর! আমার আকাঙ্ক্ষা ও কর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না, অধিকন্তু, তোমারই ইচ্ছা যাহা স্বর্গ এবং মর্ত্যকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি দাও। তোমার মহত্তম নামের শপথ, হে সকল রাষ্ট্রের স্বামী! তুমি যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলে আমি তাহাই কামনা করিয়াছি, এবং তুমি যাহা ভালবাস আমি তাহাই ভালবাসিয়াছি।''[১৩]

''তুমি তাহাদের প্রশংসার অনেক ঊর্দ্ধে যাহারা তোমার নৈকট্যের স্বর্গে আরোহণ করিবার জন্য তোমার নিকটবর্তী রহিয়াছে অথবা সেই হৃদয় পক্ষীগুলি যাহারা তোমার তোরণদ্বারে পৌঁছাইবার জন্য তোমার নিকট নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছে। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি সকল গুণাবলী ও সকল নামাবলী হইতে পূত ও পবিত্র। তোমা ব্যতীত অপর কোনও ঈশ্বর নাই, তুমি পরম মহিমান্বিত ও জ্যোতির্ময়।''[১৪]

পরিচ্ছেদ ৮

আবদুল-বাহা বলেছেনঃ

''ঈশ্বরেব প্রতি সেবকের প্রার্থনা করা এবং তাঁর আনুকূল্য অন্বেষণ করা, এবং তাঁর সহায়তার জন্য মিনতি করা এবং অনুনয় করা যথাযোগ্য হবে। এই কাজ অধীনতার মর্যাদা হিসেবে গণ্য হবে, এবং প্রভু যা কিছু ইচ্ছা করেন তার বিধান দেবেন, তাঁর অনবদ্য প্রজ্ঞার সঙ্গে সংগতি রেখে।''[১৫]

এবং তিনি ব্যাখ্যা করেছেনঃ

''আত্মার প্রভাব আছে; প্রার্থনার আধ্যাত্মিক কার্যফল আছে। সুতরাং, আমরা প্রার্থনা করি, ''হে ঈশ্বর! এই পীড়িতকে নিরাময় কর।'' সম্ভবতঃ ঈশ্বর উত্তর দিবেন। কে প্রার্থনা করিয়াছে তাহাতে কী আসিয়া যায়? ঈশ্বর প্রতিটি সেবকের প্রার্থনার উত্তর দিবেন যদি তাহা জরুরী হয়। তাঁহার করুণা অসীম ও অপার। তিনি তাঁহার সকল সেবকের প্রার্থনার উত্তর দেন। তিনি এই উদ্ভিদটির প্রার্থনারও উত্তর দেন। উদ্ভিদ প্রচ্ছন্নভাবে প্রার্থনা করে, ''হে ঈশ্বর। আমাকে বৃষ্টি দাও!'' ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দেন, এবং উদ্ভিদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর যে কোনও জনকে উত্তর দেবেন।''[১৬]

এটা স্বাভাবিক যে, আমাদের প্রার্থনাসমূহে, আমরা ঈশ্বরকে আমাদের প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করতে মিনতি জানাবো। এইভাবে আমরা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য এবং আমাদের প্রিয়জনদের স্বাস্থ্য নিয়ে প্রার্থনা করি, আমরা আমাদের পরিবারসমূহের আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব উন্নতির জন্য প্রার্থনা করি এবং পথ দেখানোর জন্য আমরা প্রার্থনা করি। আমরা সেবার পথে শক্তি অর্জন, আস্থা এবং নিশ্চয়তার জন্য মিনতি করি। ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানানো, অবশ্যই, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জীবনে আমাদের লক্ষ্য হল তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার একই বিন্যাস স্থাপন করা। সেই কারণে, আমাদের অবশ্যই তাঁর ইচ্ছার জন্য সমুচিত প্রার্থনা জানাবো এবং তা অর্পণ করতে প্রস্তুত থাকবো। যদি তোমরা নীচে আবদুল-বাহা'র কথাগুলি মুখস্থ করো, সেটি সবসময় তোমাদের আনন্দের এবং নিশ্চয়তার উৎস হিসেবে কাজ করবেঃ

"হে তুমি, যে ঈশ্বরের প্রতি তার মুখমণ্ডল ফিরাইতেছে! তোমার চক্ষুদ্বয় সকল বিষয় হইতে মুদ্রিত কর এবং সর্ব গৌরবময়ের সাম্রাজ্যের প্রতি তাহা উন্মীলিত কর। শুধুমাত্র তাঁর কাছেই নিবেদন কর; যাহা কিছু তুমি কামনা কর; কেবলমাত্র তাঁহারই কাছে অন্বেষণ কর, যাহা কিছু তুমি খুঁজিতেছ। ক্ষণিক দৃষ্টিপাতের দ্বারা তিনি শত-সহস্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া থাকেন, চক্ষুর পলকে তিনি শত-সহস্র দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করিয়া থাকেন, নিমেষে তিনি প্রত্যেক ক্ষতের যন্ত্রণা উপশম করেন, সামান্য একটু মস্তক হেলনের দ্বারা তিনি অন্তরের কষ্ট লাঘব করেন। তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি কর্ম করিয়া থাকেন, তিনি ব্যতীত আমাদের অপর কোন্ আশ্রয় আছে? তিনি তাঁহার অভিলাষ সম্পাদন করেন, তিনি তাঁহার সন্তুষ্টি অনুযায়ী বিধান দান করেন। অতঃপর তোমার পক্ষে উপযুক্ত হইবে তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিয়া আনুগত্য স্বীকার করা এবং পরম করুণাময় প্রভুর উপর তোমার আস্থা স্থাপন করা।"[১৭]

পরিচ্ছেদ ৯

এখনও পর্যন্ত আমরা যা পড়েছি তার সবকিছু থেকে, এটা স্পষ্ট যে, প্রার্থনাতে ঈশ্বরমুখী হওয়া হলো একটি আধ্যাত্মিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। বিশেষতঃ কতখানি তৃপ্তিদায়ক সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং রাতে ঘুমাবার আগে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানো। প্রতিদিন প্রার্থনার জন্য সময় দেওয়া এবং প্রার্থনাসমূহের সংখ্যা, যা আমাদের প্রয়োজনসমূহ এবং আধ্যাত্মিক বাসনার উপর নির্ভর করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে, আমরা বাহাউল্লাহ, বাব্ এবং আবদুল-বাহা কর্তৃক উদঘাটিত অনেক প্রার্থনাসমূহ থেকে বেছে নিই। যদিও, বাহাউল্লাহ এও বলেছেন, তিনটি বাধ্যতামূলক প্রার্থনাসমূহের বিষয়ে। শোঘী এফেন্দী বলেনঃ

"প্রতিদিনের বাধ্যতামূলক প্রার্থনাসমূহের সংখ্যা তিনটি। সবথেকে ছোটোটি একটি শ্লোকের, যা প্রতি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মধ্য দিনে আবৃত্তি করতে হবে। মাঝারিটি যার শুরু হয় এইভাবে, 'ঈশ্বর সাক্ষী রয়েছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো ঈশ্বর নেই', এটি দিনে তিনবার আবৃত্তি করতে হবে, সকালে, দুপুরে এবং বিকেলে। এই প্রার্থনাটির সঙ্গে কিছু নির্দিষ্ট শারীরিক ক্রিয়াসমূহ এবং দেহভঙ্গী আছে। দীর্ঘ প্রার্থনাটি, যা তিনটির সবথেকে বিস্তারিত, সেটি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে শুধু একবার আবৃত্তি করতে হবে, এবং একজনের পক্ষে সুবিধাজনক মনে হওয়ার সময়ে।

বিশ্বাসীগণ এই তিনটি প্রার্থনার মধ্যে যে কোনও একটি পছন্দ করিতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, কিন্তু ঐগুলির মধ্যে যেকোনও একটি প্রার্থনা উহার সহিত প্রদত্ত নির্দিষ্ট বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী পাঠ করিবার বাধ্যবাধকতা আছে।"[১৮]

এবং তিনি আরোও বলেছেনঃ

"এই প্রাত্যহিক বাধ্যতামূলক প্রার্থনাগুলি, এবং তৎসহ আরও কয়েকটি বিশেষ প্রার্থনা, যেমন আরোগ্যের প্রার্থনা, আহমেদের লিপি ইত্যাদিতে বাহাউল্লাহ কর্তৃক বিশেষ শক্তি এবং তাৎপর্য প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং, সেইভাবেই তাহা গ্রহণ করা উচিত এবং প্রশ্নাতীত দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের সহিত ওগুলি পাঠ করা উচিত, যাহাতে তাহার মাধ্যমে তাহারা ঈশ্বরের সহিত কথোপকথনের আরও সন্নিকটে প্রবেশ করিতে পারে, এবং ঈশ্বরের আদেশ ও বিধানের সহিত যাহাতে তাহারা আরও পূর্ণভাবে নিজেদের যুক্ত করিতে পারে।"[১৯]

বাহাউল্লাহ কর্তৃক উদঘাটিত তিনটি অবশ্য পালনীয় প্রার্থনাসমূহ স্বতন্ত্রভাবে বলা হয়। ধর্মসভা জাতীয় প্রার্থনা, যেখানে একটি প্রাত্যহিক অবশ্যপালনীয় প্রার্থনা নির্দিষ্ট আচরণবিধিতে একটি গ্রুপ আকারে আবৃত্তি করে বলা হয়, বাহাই ধর্মে তার অস্তিত্ব নেই। মৃতের জন্য প্রার্থনা হলো একমাত্র ধর্মসভা, যা বাহাই বিধিতে বলা আছে। এটা উপস্থিত একজন দ্বারা সমাধি-ক্রিয়ার আগে পাঠ করে বলা হবে, গ্রুপের বাকী সকলে তখন নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

১। ''বাধ্যতামূলক'' বলতে কি বোঝায়? _____

_____

২। কতগুলি বাধ্যতামূলক প্রার্থনা বাহাউল্লাহ প্রকটিত করেছেন? _____

_____

৩। তিনটি বাধ্যতামূলক প্রার্থনাই কী আমরা প্রতিদিন পাঠ করবো?_____

৪। আমরা যদি দীর্ঘ বাধ্যতামূলক প্রার্থনাটি পছন্দ করি, তবে তা দিনে কতবার করব?_____

৫। আমরা যদি মাঝারি বাধ্যতামূলক প্রার্থনাটি পছন্দ করি, তবে তা কতবার করব?_____

৬। আমরা যদি সংক্ষিপ্ত বাধ্যতামূলক প্রার্থনাটি পছন্দ করি, তবে তা কতবার? _____

৭। যে প্রার্থনাগুলির বিশেষ শক্তি আছে, সেগুলির কয়েকটি উল্লেখ কর। _____

_____

_____

৮। যদি ইতিমধ্যে না করে থাকো, সংক্ষিপ্ত অবশ্য পালনীয় প্রার্থনাটি মুখস্থ কর।

''আমি সাক্ষ্য দিতেছি, হে আমার ঈশ্বর—যে তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ তোমাকে জানিবার জন্য এবং তোমার ভজনা করিবার জন্য। আমার শক্তিহীনতা ও তোমার ক্ষমতার, আমার দারিদ্র্য ও তোমার ঐশ্বর্যের বিষয়ে এই মুহূর্তে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি।

''তোমা ব্যতীত অপর কোন ঈশ্বর নাই, তুমি সঙ্কটমোচন, তুমি স্বয়ংসিদ্ধ।''[২০]

৯। এই প্রার্থনায় কিসের প্রতি আমরা সাক্ষ্য দিই? _____

_____

_____

_____

পরিচ্ছেদ ১০

আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা অবশ্য পালনীয় প্রার্থনার বিধি মান্য করার আশীর্বাদগুলি লাভ করার অতিরিক্ত এবং যে পুষ্টি অন্য প্রার্থনাগুলি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণ করে লাভ করি, আমাদের আত্মাগুলি উত্থিত হয়, যখন আমরা ছোটো কিংবা বড় সমাবেশসমূহে পাঠ করা প্রার্থনাগুলি শুনি। বাহাউল্লাহ আমাদের বলেনঃ

২২– আত্মার উপর প্রতিফলন

''তোমরা একত্রিত হও চূড়ান্ত আনন্দ এবং সৌহার্দ্যের সঙ্গে এবং দয়াময় প্রভু দ্বারা উদঘাটিত শ্লোকগুলি আবৃত্তি করো। এইরকম করলে তোমার অন্তঃস্থিত অস্তিত্বসমূহে প্রকৃত জ্ঞানের দরজাগুলি উন্মুক্ত হবে, এবং এরপর তোমরা তোমাদের আত্মাগুলিকে অবিচলতার অধিকারী হওয়া অনুভব করতে পারবে এবং তোমাদের হৃদয়গুলি দীপ্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হবে।''[২১]

আমরা সকলে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান থেকে সেই বিরাট আনন্দ লাভ করি, ভক্তিমূলক সভাগুলি, যেখানে বন্ধুরা এবং প্রতিবেশীরা ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে একত্রিত হই, যা হাজার গুণে বেড়ে চলেছে। সর্বজনীন ন্যায় বিচারালয় লিখছেনঃ

''ভক্তিমূলক সভাগুলি হলো অনুকূল পরিবেশসমূহ, যেখানে যেকোন আত্মা প্রবেশ করতে পারে, স্বর্গীয় সুবাসসমূহ গ্রহণ করতে পারে, প্রার্থনার মধুরতা অর্জন করতে সৃষ্টিশীল বাণীর উপর মনঃসংযোগ করতে পারে, মানসিকতার ডানাগুলি আত্মহারা হতে পারে, এবং এক প্রিয়তমের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে পারে। সৌহার্দ্যের এবং সর্বজনীন উদ্দেশ্যের অনুভূতির সৃষ্টি হয়, বিশেষত আধ্যাত্মিকভাবে তীব্রতর বাক্যালাপসমূহে, যা এমন সময়সমূহে স্বাভাবিকভাবে ঘটে এবং যার মাধ্যমে 'মানব হৃদয়ে দিব্যলোক' উন্মুক্ত হতে পারে।''[২২]

যখন প্রার্থনা নিবেদন করতে আমরা উদ্বুদ্ধ হই, আমরা, আমাদের পৃথিবীর বিষয়সমূহ থেকে মনগুলি গ্লানিমুক্ত করতে কিছু মুহূর্তের জন্য শান্তভাবে অপেক্ষা করি। প্রার্থনা করবার সময়, আমরা আমাদের ভাবনাগুলি ঈশ্বরের উপর কেন্দ্রীভূত করি। প্রার্থনাসমূহ আবৃত্তি করার পর, আমরা কিছু সময়ের জন্য নীরব থাকি এবং অন্য একটি কাজে ইতস্ততঃ প্রবৃত্ত হই না। একই সত্য অপরিবর্তিত থাকে, যখন আমরা একটি সমাবেশে অন্যদের প্রার্থনাগুলি শুনি। প্রতিটি ঘটনাসমূহে, আমরা একটি প্রার্থনামগ্ন মনোভাব বজায় রাখি এবং কথাগুলি অনুসরণ করি, যেন আমরাও তাদের মতো তা আবৃত্তি করছি।

১। কি মানসিকতা নিয়ে আমাদের একত্রিত হওয়া উচিত যখন ঈশ্বরের শ্লোকগুলি আবৃত্তি করা হয়? _____

২। ঈশ্বরের শ্লোকগুলি আবৃত্তি করার সময় আমাদের সকলে মিলে একত্রিত হওয়ার কি পরিণতি হতে পারে? _____

৩। ভক্তিমূলক সভাগুলি হলো উপলক্ষ্যসমূহ যেখানে যেকোন আত্মাসমূহ

— _____,
— _____,
— _____,
— _____,
— _____, এবং
— _____।

৪। ভক্তিমূলক সভাগুলিতে কি অনুভূতি জাগরিত হয়? _____

৫। আধ্যাত্মিকভাবে তীব্রতর কথোপকথনসমূহের কি প্রভাব রয়েছে, যা স্বাভাবিকভাবে ভক্তিমূলক সভাসমূহে হয়ে থাকে? _____

৬। প্রার্থনা করার সময় আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবের বিষয়ে কিছু কথা লেখো, যা আমাদের একা অথবা একটি জমায়েতে দেখা উচিত।

পরিচ্ছেদ ১১

এই বই-এর প্রথম ইউনিট রচনাবলী থেকে প্রতিদিন রচনাসমূহ পড়ার অভ্যাসের উপর এবং অর্থ খতিয়ে দেখার বিষয়ে আলোকপাত করেছে। তোমরা এখানে প্রার্থনার তাৎপর্য বিষয়ে মনোভাব ব্যক্ত করেছো এবং যার ফলস্বরূপ, রোজ প্রার্থনা করার অভ্যাস আরো দৃঢ় করেছো। আগেকার পরিচ্ছেদ সমাজ উপাসনার গুরুত্ব বিষয়ে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। যা কিছু এখন পর্যন্ত তোমরা পড়েছ, সেটি তোমাদের ইচ্ছেমতো সেবার পথে একটি প্রথম কাজ গ্রহণ করতে তৈরি করেছেঃ যেমন একটি ভক্তিমূলক সভা আয়োজন করা।

প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে, তোমরা ইচ্ছা করলে বেশ কিছু প্রার্থনাসমূহ মুখস্থ করতে পারো এবং কিছু বন্ধুদের সঙ্গে সেগুলি জানাবার সুযোগ পেতে পারো। একই সময়ে, তোমরা নিশ্চিত করতে পারো যে, তোমরা তোমাদের সমাজে অন্ততঃ একটি ভক্তিমূলক সভায় যোগদান করো এবং এর একজন উদ্যোগী সমর্থক হিসেবে গণ্য হতে পারো। এরপর, শেষপর্যন্ত, তোমরা নিজেরা একটি ভক্তিমূলক সভা আয়োজন করতে পারো, বন্ধুদের, পরিবারের সদস্যদের এবং প্রতিবেশীদের প্রার্থনার জন্য নিয়মিত একত্রিত করতে পারো। এই কোর্সে দুই বা তিনজন যোগদানকারীর পক্ষে এই ধরনের ভক্তিমূলক সভা শুরু করা অসাধারণ কিছু নয়।

যে কথা তোমরা অনুমান করতে পারছো যে, কিভাবে একটি ভক্তিমূলক সভার আয়োজন করতে হবে তার কোন অনুসৃত নিয়মসমূহ নেই। কিন্তু স্পষ্টতই এটি একটি বন্ধুদের সমাবেশ যেখানে প্রার্থনা নিবেদন করা হয়, রচনাবলীর রচনাংশ পড়া হয়, এবং উদ্দীপক আলোচনাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়–সব কিছু লক্ষণীয়ভাবে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশে। নীচের প্রতিটি ভাবনাসমূহ সম্পর্কে কিছু কথা বলতে পারো, একটি ভক্তিমূলক সভার আয়োজন করা প্রসঙ্গে।

উষ্ণ এবং ভালোবাসাপূর্ণ আমন্ত্রণসমূহ জানানোঃ

একটি স্বাগত পরিবেশ তৈরি করাঃ

ভক্তিশ্রদ্ধার একটি পরিবেশ বজায় রাখাঃ _____

_____

_____

_____

আনন্দপূর্ণ সৌহার্দ্যতা তুলে ধরাঃ _____

_____

_____

_____

আধ্যাত্মিকভাবে উদ্বুদ্ধ করা আলোচনা বজায় রাখাঃ_____

_____

_____

_____

REFERENCES

1. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh* (Wilmette: Baha'i Publishing Trust, 1983, 2017 printing), XLIII, par. 4, p. 105.

2. Baha'u'llah, in *Trustworthiness: A Compilation of Extracts from the Baha'i Writings*, compiled by the Research Department of the Universal House of Justice (London: Baha'i Publishing Trust, 1987), no. 21, p. 5.

3. *The Call of the Divine Beloved: Selected Mystical Works of Bahá'u'lláh* (Haifa: Baha'i World Centre, 2018), no. 2.43, p. 31.

4. From a talk given on 5 May 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by 'Abdu'l-Baha during His Visit to the United States and Canada in 1912* (Wilmette: Baha'i Publishing, 2012), p. 127.

5. Bahá'u'lláh, *The Hidden Words* (Wilmette: Baha'i Publishing Trust, 2003, 2012 printing), Arabic no. 13, pp. 6–7.

6. From a letter dated 8 December 1935 written on behalf of Shoghi Effendi, published in *Prayer and Devotional Life: A Compilation of Extracts from the Writings of Bahá'u'lláh, the Báb, and 'Abdu'l-Baha and the Letters of Shoghi Effendi and the Universal House of Justice*, compiled by the Research Department of the Universal House of Justice (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2019), no. 71, p. 31.

7. Words of 'Abdu'l-Baha, cited by J. E. Esslemont, *Bahá'u'lláh and the New Era: An Introduction to the Baha'i Faith* (Wilmette: Baha'i Publishing, 2006, 2017 printing), p. 106.

8. Ibid.

9. Bahá'u'lláh, in *Baha'i Prayers: A Selection of Prayers Revealed by Bahá'u'lláh, the Báb, and 'Abdu'l-Bahá* (Wilmette: Baha'i Publishing Trust, 2002, 2017 printing), pp. 7–8.

10. Ibid., p. 9.

11. Words of 'Abdu'l-Bahá, cited in *Star of the West*, vol. 8, no. 4 (17 May 1917), p. 41.

12. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, CXXXVI, par. 2, p. 334; also in *Baha'i Prayers*, p. iii.

13. Bahá'u'lláh, in *Bahá'í Prayers*, pp. 8–9.

14. Ibid., p. 12.

15. 'Abdu'l-Baha, in *Prayer and Devotional Life*, no. 24, p. 7.

16. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 5 August 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace*, p. 345.

17. *Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá* (Wilmette: Baha'i Publishing, 2010, 2015 printing), no. 22.1, pp. 75–76.

18. From a letter dated 10 January 1936 written on behalf of Shoghi Effendi, published in *Prayer and Devotional Life*, no. 61, p. 25.

19. From a letter dated 10 January 1936 written on behalf of Shoghi Effendi, quoted in *Baha'i Prayers*, p. 301.

20. Bahá'u'lláh, in *Baha'i Prayers*, p. 4.

21. Bahá'u'lláh, in *Prayer and Devotional Life*, no. 68, p. 29.

22. From a message dated 29 December 2015, published in *Framework for Action: Selected Messages of the Universal House of Justice and Supplementary Material, 2006–2016* (West Palm Beach: Palabra Publications, 2017), no. 35.49, p. 232.

জীবন ও মৃত্যু

উদ্দেশ্য

এটা উপলব্ধি করা যে জীবন মানে শুধুমাত্র এই
জগতের আবর্তন ও বিবর্তন নয়, বরঞ্চ
আত্মার প্রগতির মধ্যেই এর প্রকৃত
তাৎপর্যের সন্ধান পাওয়া যায়

পরিচ্ছেদ ১

বিষয় এবং জাগতিক বস্তুর অপেক্ষাকৃত উপরে মানব আত্মা মহিমান্বিত। তাঁর অন্যতম একটি বাক্যালাপসমূহে, আবদুল-বাহা ব্যাখ্যা করেছেনঃ

''এই পার্থিব শরীরগুলি অতি ক্ষুদ্র অংশগুলির দ্বারা গঠিত; যখন এই অতি ক্ষুদ্র অংশগুলি আলাদা হতে শুরু করে, পচন ভালোভাবে জেঁকে বসে, এরপর আসে যাকে আমরা মৃত্যু বলি....

''আত্মার ক্ষেত্রে এটা আলাদা। আত্মা উপাদানসমূহের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, এটি অনেক ক্ষুদ্র অংশসমূহ দ্বারা গঠিত নয়, এটি একটি অদৃশ্য বস্তু এবং সেই কারণে চিরন্তন। এটি সম্পূর্ণভাবে ভৌত সৃষ্টির বিন্যাসের বাইরে; এটি অবিনশ্বর।''[১]

১। ''গঠিত'' কথাটির অর্থ কি? _____

২। মানব আত্মাগুলি কী বিভিন্ন উপাদানসমূহে গঠিত, যেরকম পার্থিব শরীরসমূহ? _____

৩। মানব আত্মা কী একটি ভৌত প্রকৃত পদার্থ? _____

পরিচ্ছেদ ২

অভিভাবকের পক্ষে লিখিত একটি চিঠি উল্লেখ করে যে, ''মানুষের আত্মা অস্তিত্বশীলতা লাভ করে অসীমতায়।''[২] ''অসীমতা'' সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে সর্বজনীন ন্যায় বিচারালয় লক্ষ্য করেনঃ

''বাহাই রচনাবলী থেকে কোনোকিছু পাওয়া যায়নি, যা সঠিকভাবে দৈবক্রিয়া মুহূর্ত এবং ঘটনার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে, ''গর্ভধারণ'' বলে যা বর্ণিত হয়েছে। চিকিৎসাবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতায় শব্দটির ব্যবহার যথাযথ নয় বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে, গর্ভধারণের একটি ধারণা হলো, এটি গর্ভনিষেক-এর সঙ্গে সদৃশ; উপরন্তু অন্যটি হলো, এটি উর্বরীকরণ এবং প্রতিস্থাপন, গর্ভাবস্থার প্রারম্ভ। সুতরাং, এটা হয়তো জানা সম্ভব নয় যে, যখন আত্মার সংযোগ পার্থিব অবস্থার সঙ্গে ঘটে, এবং এইরকম প্রশ্নগুলি মানুষের চিন্তায় অথবা অনুসন্ধানে অসমাধানযোগ্য হতে পারে যেহেতু এসব আধ্যাত্মিক বিশ্বের রহস্যসমূহের এবং নিজে থেকে আত্মার প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।''[৩]

১। কখন মানব আত্মা অস্তিত্বশীলতা লাভ করে? _____

_____

২। ''গর্ভধারণ'' শব্দটি কী একটি সঠিক দৈবক্রিয়া মুহূর্ত বর্ণনা করে? _____

পরিচ্ছেদ ৩

আত্মা এবং শরীর সম্পর্ক পার্থিব নয়; আত্মা শরীরে প্রবেশ করে না অথবা শরীর ছেড়ে যায় না এবং ভৌত স্থান দখল করে না। শরীরের সঙ্গে এর সম্পর্ক আলো এবং একটি আয়নার মতো একইরকম। যা আলো প্রতিবিম্বিত করে। আয়নাতে আসা আলো এর ভিতরে নেই। সেই একইভাবে; আত্মা শরীরের ভিতরে থাকে না। আবদুল-বাহা যেরকম সূচিত করেন,

"বিচক্ষণ আত্মা অথবা মানব অস্তিত্ব, অধিষ্ঠান দ্বারা এই শরীর জুড়ে অস্তিত্ব বজায় রাখে না—অর্থাৎ এটি এর ভিতরে প্রবেশ করে না; কারণ অধিষ্ঠান এবং প্রবেশপথ শরীরগুলির বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং বিচক্ষণ আত্মা এর অপেক্ষাকৃত উপরে পবিত্রকৃত। প্রথমত এটি এর প্রয়োজনে কখনও এই শরীরে, এবং এটি ছেড়ে অন্য কোনও আবাসে প্রবেশ করেনি। না, শরীরের সঙ্গে অস্তিত্বের সংযোগ এই প্রদীপের সঙ্গে একটি আয়নার সম্পর্কের সমান। যদি আয়নাটি চকচকে এবং ত্রুটিহীন হয়, প্রদীপের আলো সেইখানেই *দেখা দেয়, এবং যদি আয়নাটি ভাঙা হয় অথবা ধুলোয় আচ্ছাদিত হয়, আলো গুপ্ত থাকে।*"[৪]

১। নীচের বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ

ক) বিচক্ষণ আত্মা, অথবা _____, অধিষ্ঠান দ্বারা এই শরীর জুড়ে _____ অর্থাৎ আত্মা _____;

খ) _____, অথবা মানব অস্তিত্ব, শরীরে প্রবেশ করে না; কারণ অধিষ্ঠান এবং প্রবেশপথ _____ এবং বিচক্ষণ আত্মা _____।

গ) আত্মা কখনও _____ এই শরীরে এবং এটি ছেড়ে _____ করে না।

ঘ) শরীরের সঙ্গে অস্তিত্বের সংযোগ এই প্রদীপের সঙ্গে _____ সমান।

ঙ) যদি আয়নাটি চকচকে এবং ত্রুটিহীন হয় _____ দেখা দেয়।

চ) যদি আযনাটি _____ অথবা ধুলোয় আচ্ছাদিত হয়, _____ থাকে।

২। যা আমরা এখনও পর্যন্ত পড়েছি, নীচের বিষয়গুলি সত্য কিনা তা স্থির করেঃ

— আত্মা জাগতিক বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত নয়।

— আত্মা শরীরের মধ্যেই রয়েছে।

— শরীর আত্মার অধিকারী।

— আত্মা অবিনশ্বর।

— ব্যক্তির (পুরুষ/মহিলা) আরম্ভ আছে, যখন আত্মা অপরিণত কিছুর সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে।

— জীবন শুরু হয় যখন কেউ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে।

— ব্যক্তির পার্থিব অস্তিত্ব মৃত্যুর পরে চলতে থাকে।

— জীবন সেই জিনিষ দ্বারা গঠিত যা প্রতিদিন আমাদের ঘটে।

৩২— আত্মার উপর প্রতিফলন

৩। আত্মা এবং শরীরের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করতে একটি আলোর এবং একটি আয়নার প্রতিবিম্ব ব্যবহার করো। _____

_____

_____

_____

_____

পরিচ্ছেদ ৪

আত্মা এবং শরীরের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, যা একসঙ্গে একটি মানব অস্তিত্ব গঠন করে। এই সম্পর্ক কেবলমাত্র একটি নশ্বর জীবনের ব্যাপ্তিকাল পর্যন্ত টিকে থাকে। যখন তাদের মধ্যে সংযোগ বন্ধ হয়, প্রত্যেকে তার উৎসে ফিরে যায়—শরীর ধুলার পৃথিবীতে এবং আত্মা ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক বিশ্বসমূহে, যেখানে এটি নিয়ত প্রগতি লাভ করে, আবদুল-বাহা উল্লেখ করেছেনঃ

"মানব অস্তিত্বের একটি আরম্ভ আছে কিন্তু শেষ নেইঃ এটি চিরদিনের জন্য স্থায়ী হয়।"[৫]

তাঁর অন্য একটি বক্তব্যে, তিনি ব্যাখ্যা করেনঃ

"অস্তিত্বের একটি শরীরের প্রয়োজন নেই, কিন্তু শরীরের অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে, অথবা এটি বেঁচে থাকতে পারে না। আত্মা একটি দেহ ছাড়া বাঁচতে পারে, কিন্তু একটি আত্মা ছাড়া দেহ মরে যায়।"[৬]

এবং অভিভাবক ব্যাখ্যা করে বলেনঃ

"মানুষের আত্মা প্রসঙ্গেঃ বাহাই শিক্ষণাবলী অনুসারে মানব আত্মা মানব ভ্রূণাবস্থার আকার ধারণের সঙ্গে শুরু হয়, এবং নিয়ত বাড়তে থাকে এবং দেহ থেকে এর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অস্তিত্বের অন্তহীন ধাপগুলির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। এর প্রগতি এইভাবে সীমাহীন হয়।"[৭]

১। উপরের উদ্ধৃতিগুলি মনে রেখে, নীচের প্রশ্নগুলি উত্তর দাওঃ

ক) শরীরের কী আত্মার প্রয়োজন হয়?_____

খ) আত্মার কী শরীরের প্রয়োজন হয়?_____

গ) দেহ এবং আত্মার মধ্যে সংযোগের কি অবস্থা হয়, যখন আমরা মারা যাই? _____

_____

ঘ) মৃত্যুর পর আত্মার কি হয়? _____

ঙ) আত্মার প্রগতি কতদিন স্থায়ী হয়? _____

চ) কখন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে? _____

২। ঠিক করো, নীচের কোনটির, যা আমরা এই পরিচ্ছেদগুলিতে পড়েছি, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্তঃ

— মৃত্যু একটি শাস্তি।

— দেহ এবং আত্মার মধ্যে সংযোগ শুধুমাত্র একটি নশ্বর জীবনের সময়কাল অবধি টিকে থাকে।

— শরীর চিরন্তন প্রগতির জন্য সক্ষম।

— আত্মা চিরদিনের জন্য প্রগতি লাভ করবে।

— জীবনের সমাপ্তি মৃত্যুতে।

— বিধির বিচারের একটি দিন আসবে, যখন আমাদের দেহগুলি উপরে উত্থিত হবে।

— মৃত্যুতে, আত্মার আগের থেকে আরও বেশি স্বাধীনতা থাকে।

— মৃত্যুর সঙ্গে জীবন শেষ হয়।

— মৃত্যুকে আমাদের ভয় পাওয়া উচিত।

— খাদ্য, জামাকাপড়, বিশ্রাম এবং বিনোদন আত্মার জন্য প্রয়োজনীয়।

— শরীর যখন শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে, আত্মা ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

— আত্মা শরীরের অসুস্থতা অথবা দুর্বলতার কারণে প্রভাবিত হয় না।

— মানব অস্তিত্বের তথাপি মৃত্যুর পর শারীরিক প্রয়োজনগুলি থাকবে।

পরিচ্ছেদ ৫

আমরা দেখেছি যে, আত্মা দৈহিক স্থান দখল করে না এবং প্রকৃতির নিয়মসমূহ অনুযায়ী চলে না, যা পার্থিব অস্তিত্বগুলি করে থাকে। আত্মা পৃথিবীতে প্রভাব খাটায় শরীরের ক্রিয়ার মাধ্যমে, কিন্তু এটাই একমাত্র উপায়সমূহ নয়, যার মাধ্যমে আত্মা এর ক্ষমতা প্রয়োগ করে। বাহাউল্লাহ ঘোষণা করেনঃ

"প্রকৃতই, আমি বলছি, মানব আত্মা সকল বহির্গমন এবং পশ্চাদগমনের উর্দ্ধে মহিমান্বিত। এটি তথাপি, এবং উপরন্তু উত্থিত হয়; স্থান পরিবর্তন করে, এবং তথাপি এটি স্থির।"[৮]

এবং আবদুল-বাহা আমাদের বলেনঃ

"জেনে রাখো যে, মানব অস্তিত্বের প্রভাব এবং বোধশক্তি দুই ধরনের; অর্থাৎ, মানব অস্তিত্বের কর্মসম্পাদনা এবং উপলব্ধির দুটি পদ্ধতিসমূহ আছে। একটি পদ্ধতি হলো, দৈহিক উপকরণসমূহ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যস্থতার মাধ্যমে। যেই কারণে এটি চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে। জিহ্বা দিয়ে কথা বলে.....

"অন্যটি অস্তিত্বের পদ্ধতির প্রভাব এবং ক্রিয়াশীলতা হলো, এইসব দৈহিক উপকরণগুলি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যতীত।"[৯]

১। নীচের বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূর্ণ করোঃ

ক) মানব আত্মা সকল _____ এবং _____ উর্দ্ধে _____।

খ) এটি _____, এবং উপরন্তু _____।

গ) এটি _____ এবং তথাপি _____।

২। দুটি উপায়সমূহ বর্ণনা করো, যার মাধ্যমে আত্মা এই পৃথিবীতে উপলব্ধি এবং প্রভাব বিস্তার করেঃ

৩। দৈহিক উপকরণগুলি ছাড়া আত্মার প্রভাব এবং ক্রিয়াশীলতার কী উদাহরণগুলি তুমি দিতে পারো?

পরিচ্ছেদ ৬

এখন, পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাহাউল্লাহর রচনাবলীর নিম্নলিখিত রচনাটি পড়ঃ

''তোমরা জেনে রাখো যে, মানুষের আত্মা অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধে মহিমান্বিত, এবং শরীর এবং মনের সকল ত্রুটিসমূহ মুক্ত। একজন অসুস্থ মানুষ, যে দুর্বলতার চিহ্নগুলি প্রকাশ করে, তার কারণ হলো প্রতিবন্ধকতাসমূহ, যা তার আত্মা এবং শরীর দুটো জিনিষের মাঝে পড়ে নিজেরাই বাধা দেয়, কারণ আত্মা নিজে থেকে কোনও দৈহিক অসুস্থতা দ্বারা অপ্রভাবিত থাকে। প্রদীপের আলোর বিষয়টি চিন্তা করো। যদিও একটি বাইরের বস্তু এর দীপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, আলো নিজে থেকে কিন্তু অপ্রশমিত শক্তিতে আলো বিকীর্ণ করতে থাকে। একইভাবে, মানুষের শরীরকে ক্লিষ্ট করা সকল অসুস্থতা হলো একটি বাধা যা আত্মাকে তার অন্তর্নিহিত পরাক্রম এবং ক্ষমতা প্রকাশ করতে বাধা দেয়। যখন তা দেহ ছেড়ে যায়, যতটুকুই হোক না কেন, এটি এমন প্রাধান্য বিস্তারকারী প্রভাব দেখায়, এবং এইরকম কর্তৃত্ব প্রকাশ করে, যখন পৃথিবীর কোনও শক্তি তার সমান হতে পারে না। সকল পবিত্র, সকল শুদ্ধ এবং পবিত্রকৃত আত্মা ভয়ানক ক্ষমতার অধিকারী হবে, এবং পরম সুখে আনন্দিত হবে।''[১০]

১। নিজের কথায় ব্যাখ্যা করো, কিভাবে আত্মা দেহ এবং মনের ত্রুটিগুলি থেকে অপ্রভাবিত থাকে, এবং দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর কি প্রকট হবে।

২। আমাদের ভৌত শরীরগুলির মৃত্যুর পর আমরা কি আমাদের নিজস্বতা বজায় রাখবো? _____

পরিচ্ছেদ ৭

বাহাউল্লাহ আমাদের বলেছেনঃ

''এখন, মানুষের আত্মা এবং মৃত্যুর পর আত্মার জীবিত থাকার বিষয়ে তোমার প্রশ্ন সম্বন্ধে। তোমরা এই সত্যটি জানিবে যে আত্মা শরীর হইতে বিযুক্ত হইবার পর ততক্ষণ পর্যন্ত প্রগতি করিতে থাকে যতক্ষণ না ইহা ঈশ্বরের সমীপে পৌঁছাইতে পারে, এমন এক অবস্থায় বা দশায় যাহা যুগ ও শতাব্দীর বিপ্লব অথবা পৃথিবীর পরিবর্তনসমূহ বদলাইতে পারে না। ইহা ততদিন পর্যন্ত স্থায়ী হইবে যতদিন ঈশ্বরের রাজত্ব, তাঁহার সার্বভৌমত্ব, তাঁহার শক্তি ও আধিপত্য অবিচল থাকিবে। ইহা ঈশ্বরের গুণাবলী ও চিহ্নগুলিকে প্রকাশিত করিবে এবং সস্নেহ-সহানুভূতি ও বদান্যতাকে প্রকটিত করিবে।''[১১]

১। দৈহিক মৃত্যুর পর কতদিন আত্মা প্রগতি বহাল রাখবে? _____

_____

২। কোন অবস্থায় আত্মা ঈশ্বরের উপস্থিতির অভিমুখে এর চিরন্তন যাত্রা প্রলম্বিত করে?_____

_____

_____

_____

৩। কী সেই চিহ্ন এবং গুণাবলী যা আত্মা অন্য জগতে প্রকাশিত করবে? _____

_____

_____

৪। আমরা এখনও পর্যন্ত যা পড়েছি তার উপর ভিত্তি করে, ঠিক করো নীচের বিষয়গুলি সঠিক কিনাঃ

— ঈশ্বরের সাম্রাজ্য চিরদিন টিকে থাকবে।
— ঈশ্বরের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করার ক্ষমতা আত্মার আছে।
— মৃতদের জন্য আমাদের বলা প্রার্থনাগুলি তাদের আত্মাগুলির প্রগতি প্রভাবিত করে না।
— আত্মা কখনও বিদ্যমান থাকা থেকে বিরত হয় না।

পরিচ্ছেদ ৮

বাহাউল্লাহ বলেছেনঃ

''তোমরা জানিবে যে প্রত্যেকটি শ্রবণেন্দ্রিয়, যদি তাহা নির্মল ও পবিত্র থাকে, তাহা হইলে অতি অবশ্যই সদাসর্বদা প্রতিটি দিক হইতে উচ্চারিত এই পবিত্র শব্দগুলি শুনিতে পাইবেঃ 'সত্য সত্যই, আমরা ঈশ্বরের এবং তাঁহার নিকটেই ফিরিয়া যাইব।' মানুষের দৈহিক মৃত্যু এবং তাহার প্রত্যাবর্তনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করা হয় নাই, এবং এখনও তাহা অপঠিত আছে ....

''মৃত্যু প্রত্যেক দৃঢ় বিশ্বাসীকে এক পানপাত্র অর্পণ করে যাহা বস্তুত জীবন। ইহা আনন্দ দান করে এবং ইহাই প্রসন্নতার বাহক। ইহা অনন্ত জীবন প্রদান করে।

"যাহারা মানবের পার্থিব অস্তিত্বের ফল আস্বাদন করিয়াছে, অর্থাৎ যাহারা অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বরকে চিনিতে পারিয়াছে, প্রশংসিত হউক তাঁহার মহিমা, তাহাদের পরবর্তী জীবন এইরূপ যাহার বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম। এই জ্ঞান কেবলমাত্র সর্বলোকের প্রভু ঈশ্বরের নিকট বর্তমান।"[১২]

"হে সর্বোচ্চের পুত্র! তোমার প্রতি আনন্দের বার্তাবাহকরূপে মৃত্যুকে আমি রচনা করিয়াছি। তথাপি কিসের জন্য তুমি শোক করিতেছ? আলোককে আমি সৃষ্টি করিয়াছি তোমার উপর তার উজ্জ্বলতা বিকিরণ করিবার জন্য। কেন তুমি তাহা হইতে নিজেকে অবগুণ্ঠিত করিতেছ?"[১৩]

১। নীচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক?

— মানবের আত্মা ঈশ্বরের নিকট হ'তে আসে এবং ঈশ্বরের নিকটে ফিরে যায়।
— মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের সমস্ত জ্ঞান একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।
— দৃঢ় বিশ্বাসীর কাছে, মৃত্যুই জীবন।
— মৃত্যু হল আনন্দের বাহক।
— মৃত্যুর রহস্যগুলি সকলের কাছে পরিচিত।
— আমাদের জীবনের বদান্যতাগুলি মূল্যবান বলে মনে করা উচিত, আবার মৃত্যুর ভয় পাওয়া উচিত নয়, কারণ এটি হলো আনন্দের বার্তাবাহক।
— মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে জানা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

২। এখন, আমরা যা এইসব পরিচ্ছেদসমূহে পড়েছি, সেটি মনে রেখে, জীবন, মৃত্যু, শরীর এবং আত্মা বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রচনাংশ লেখ।

পরিচ্ছেদ ৯

আবদুল-বাহা ব্যাখ্যা করেনঃ

"মনুষ্য তাহার জীবনের প্রারম্ভে গর্ভ-জগতে ভ্রূণ অবস্থায় ছিল। যেখানে সে বাস্তব মানব-অস্তিত্বের জন্য সামর্থ ও প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহজগতের জন্য আবশ্যক ক্ষমতা ও শক্তি সীমিত অবস্থাতে তাহাকে প্রদান করা হইয়াছিল। এই পৃথিবীতে তাহার চক্ষুর প্রয়োজন ছিল; যাহা সে অস্ফুট অবস্থায় ঐ জগতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার কর্ণের প্রয়োজন ছিল; যাহা সে তাহার নূতন অস্তিত্বের প্রস্তুতির জন্য সেইখানে তৈরী অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে শক্তি ইহজগতের জন্য প্রয়োজন ছিল তাহা সে গর্ভ-জগতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই পৃথিবীতে সে এই পৃথিবীর জন্য তৈরি হলো, এবং যখন সে এই পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিলো, সে দেখেছিলো যে, তার মধ্যে ছিলো প্রয়োজনীয় সকল শক্তিসমূহ এবং এই জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং দেহযন্ত্রসমূহ। এটা অনুধাবন করা যায় যে, এই পৃথিবীতেও তাকে অবশ্যই পরবর্তী পৃথিবীর জন্য তৈরি হতে হবে। বিধাতার রাজ্যের পৃথিবীতে তার যা প্রয়োজন, অবশ্যই সেটি তাকে পেতে হবে এবং এখানে তৈরি হতে হবে। ঠিক যেভাবে এই পৃথিবীর জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসমূহ উদ্ভবের স্থানে আহরণ করেছিলো, অতএব, সেইভাবে, তাকে অবশ্যই পেতে হবে, যা তার বিধাতার *রাজ্যে প্রয়োজন পড়বে—অর্থাৎ, এই পৃথিবীতে সকল স্বর্গীয় ক্ষমতাসমূহ।*"[১৪]

১। নিম্নলিখিত কোনগুলি সত্য নয় তা সিদ্ধান্ত নাও ঃ

— ইহজগতের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি মাতৃগর্ভের জগতে প্রাপ্ত হয়েছিল।
— পরবর্তী জীবনের জন্য ইহ-জগতে কোনরূপ প্রস্তুতি নেবার দরকার নেই।
— ঈশ্বরের সাম্রাজ্যে যা প্রয়োজন তা আমরা সেইখানেই পাব।
— জীবনের উদ্দেশ্য হল পরবর্তী জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করা।
— প্রকৃত জীবন তখনই আরম্ভ হয় যখন আমরা মৃত্যুর পর দিব্য জগতে চলে যাই।
— প্রকৃত জীবন ইহজগতেই আরম্ভ হয় এবং শারীরিক মৃত্যুর পরও তা চলতে থাকে।

২। উদ্ভবের পৃথিবীতে অন্যতম কি কি ধরনের সামর্থ্য মানুষ লাভ করে? _____

_____

_____

৩। অন্যতম সেই সহজাত কি কি গুণাবলী, যা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য এখানে পাওয়া উচিত?

_____

_____

পরিচ্ছেদ ১০

বাহাউল্লাহ ঘোষণা করেনঃ

"এই যুগে মানুষের প্রধান কর্তব্যটি হল করুণা স্রোতের সেই অংশ প্রাপ্ত করা যাহা ঈশ্বর তাহার জন্য বর্ষিত করিয়াছেন। সুতরাং কেহ যেন আধারের বিশালতা বা ক্ষুদ্রতার বিচার না করে। কাহারও অংশ হয়ত থাকে মানুষের করতলে এবং অন্যান্যদের অংশগুলি হয়ত একটি পেয়ালা পূর্ণ করিতে পারে এবং অপরদের এক গ্যালন পরিমাণ।"[১৫]

১। উপরের উদ্ধৃতির আলোকে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ

ক) আজকের দিনে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য কি? _____

_____

খ) যে আশীর্বাদগুলি ঈশ্বরের নিকট হ'তে তোমরা প্রাপ্ত হয়েছ সেগুলি কি কি?

_____

_____

গ) ''আধার'' শব্দটি উপরের রচনায় কিসের প্রতি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করে? _____

_____

ঘ) কেন আমাদের সামর্থ্যের ''বিশালতা অথবা ক্ষুদ্রতা'' বিবেচনা করা উচিত নয়, যার দ্বারা আমরা ক্ষমতার অধিকারী হয়েছি? _____

_____

_____

_____

ঙ) অন্যতম কিছু জিনিষসমূহ কি, যা আমাদের ঈশ্বরের মাধুর্যের অংশপ্রাপ্ত হতে বাধা দেয়?

_____

_____

_____

_____

২। নীচের কোনগুলি সঠিক ?

— আমাদের সামর্থ্যের ''বিশালতা অথবা ক্ষুদ্রতা'' আমরা কতখানি সক্ষমতাপ্রাপ্ত তার সম্পর্কিত হয়।

— ঈশ্বরের সেবা করতে হলে আমাদের প্রয়োজন নিজ দুর্বলতার কথা ভুলে যাওয়া এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

— ঈশ্বর আমাদের যা দিয়েছেন তার বিকাশ যদি ইহজগতে আমরা না করি, তাহলে আমরা যখন পরবর্তী জগতে পৌঁছাব তখন আমাদের আত্মাগুলি দুর্বল হয়ে পড়বে।

পরিচ্ছেদ ১১

বাহাউল্লাহ উল্লেখ করেনঃ

''তোমরা আমাকে আত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। সত্য সত্যই জানিবে যে, আত্মা হইল ঈশ্বরের এক নিদর্শন, একটি দিব্য রত্ন যাহার বাস্তব স্বরূপ অনুধাবন করিতে মহাজ্ঞানী ব্যক্তিরাও অসমর্থ হইয়াছে, এবং যাহার রহস্য কোন মন, তাহা যতই সূক্ষ্মদর্শী হউক না কেন, কখনই তাহা উন্মোচন করার আশা করে না। ইহা সৃষ্ট বস্তুদের মধ্যে প্রথম যে তাহার সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে, তাঁহার মহিমাকে স্বীকার করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম, তাঁহার সত্যের প্রতি দৃঢ়সংলগ্ন থাকে এবং ভক্তিতে তাঁহার সম্মুখে অবনত হয়।''[১৬]

১। **নীচের বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ**

ক) আত্মা হইল ঈশ্বরের এক _____।

খ) আত্মা একটি _____ যার _____ অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং যার _____ কোনও হৃদয়ই নয় যতই তা সূক্ষ্মদর্শী হোক্, কদাচ আশা করতে পারে না।

গ) আত্মা _____ ঘোষণা করে।

ঘ) আত্মা হলো প্রথম, ঈশ্বরের মহিমার _____।

ঙ) আত্মা হলো প্রথম ঈশ্বরের সততার _____ থাকে।

চ) আত্মা হলো প্রথম ঈশ্বরের সামনে গভীর শ্রদ্ধায় _____।

২। নীচের কোনটি সঠিক?

— ''উদ্‌ঘাটিত'' করার অর্থ উপলব্ধি করা।
— সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে মন হল প্রথম যে ঈশ্বরকে চিনতে পারে।
— ''সূক্ষ্মদর্শী'' তীক্ষ্ণ অর্থ বোঝায়।
— জ্ঞানীজন আত্মার রহস্য বুঝতে পারে।
— কেবলমাত্র মহান দার্শনিকবৃন্দ ঈশ্বরের উৎকৃষ্টতা ঘোষণা করতে পারেন।
— আত্মার বিষয়ে চিন্তা করবার প্রয়োজন নাই, কারণ আমরা ইহাকে কখনও বুঝতে পারবো না।

পরিচ্ছেদ ১২

বাহাউল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ

''তোমরা (সেই) পক্ষীর ন্যায়, যে (তাহার) শক্তিশালী ডানার পূর্ণ শক্তিতে এবং পরিপূর্ণ ও আনন্দঘন বিশ্বাসে স্বর্গমণ্ডলীর অসীমতায় ততক্ষণ বিচরণ করে যতক্ষণ না সে ক্ষুধা মিটাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষার সহিত নিম্নে পৃথিবীর জল ও কর্দমের দিকে তাড়িত হয় এবং কামনার জালে আবদ্ধ হইয়া যে রাজ্য হইতে সে আসিয়াছিল সেখানে ফিরিয়া যাইবার জন্য পুনরায় উড়িতে অসমর্থ হয়। যে পক্ষী এই পর্যন্ত স্বর্গের অধিবাসী ছিল সে তাহার মলিন পাখার উপর ভারাক্রান্ত বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিতে অক্ষম হইয়া ধূলির উপর তাহার নীড় খুঁজিতে বাধ্য হয়। অতএব, হে আমার সেবকগণ, স্বেচ্ছাচারিতা ও নিঃস্ফল কামনার পঙ্কে নিজ পক্ষগুলি অপবিত্র করিও না, এবং শত্রুতা ও ঘৃণার ধূলিতে কলঙ্কিত করিয়া তাহাদের দুর্দশাগ্রস্ত করিও না, যাহাতে তুমি আমার দিব্য-জ্ঞানের স্বর্গে *উড়িতে বাধাপ্রাপ্ত না হও।*''[১৭]

১। নীচের বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করোঃ

ক) বাহাউল্লাহ যে পাখির কথা এই উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন তা হলো _____।

খ) এই পক্ষীটি _____ বাসিন্দা।

গ) যদি এর ডানাগুলি খর্ব করা হয়, পাখি তার বাসা _____ খুঁজে নিতে বাধ্য হয়।

২। এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ

ক) কিভাবে আত্মার ''ডানাগুলি'' ''কলুষিত'' হয়ে পড়ে? _____

_____

_____

খ) দুঃসহ বোঝাগুলি কি, যা ''পৃথিবীর জল এবং কাদার'' মতো, আত্মার ডানাগুলিতে বোঝা হয়ে পড়ে? _____

_____

_____

গ) কিছু জিনিষগুলি কি, যা আমাদের দিব্য জ্ঞানের স্বর্গগুলিতে উড়তে বাধা দেয়? _____

_____

_____

ঘ) আত্মা কেন তার স্বর্গীয় নিবাসের বিনিময়ে এই পৃথিবীর ধূলিকে বেছে নেবে? _____

_____

_____

৩। ঠিক করো নীচের উক্তিগুলি সঠিক কিনাঃ

— পার্থিব আসক্তিগুলি আমাদের আধ্যাত্মিক প্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

— আমাদের অবাধ্যতা এবং নিষ্ফল বাসনাগুলি দিব্য জ্ঞানের স্বর্গে উড়তে পিছন দিকে টেনে ধরে।

— মানুষের ঈর্ষা এবং ঘৃণা হলো স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং তা আত্মাকে ভারাক্রান্ত করে না।

— আমরা আমাদের ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি যা আমাদেরকে এই পৃথিবীর বস্তুসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বর্গসমূহের অসীমতার মধ্য দিয়ে উড্ডীনে বাধা দেয়।

— আত্মার গৃহ এই পৃথিবীতে রয়েছে।

পরিচ্ছেদ ১৩

বাহাউল্লাহ বলেছেনঃ

''পৃথিবী এবং ইহার মধ্যে বসবাসকারী ও বিচরণকারী সকল কিছুকে সৃষ্টি করিয়া, ঈশ্বর তাঁহার অপ্রতিহত ও সার্বভৌম ইচ্ছার প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁহাকে জানিবার জন্য এবং তাঁহাকে ভালবাসিবার জন্য মানুষকে অনুপম যোগ্যতা ও বিশিষ্টতা প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন—এমন এক যোগ্যতা যাহা সৃষ্টির প্রেরণা এবং সমগ্র সৃষ্টির পিছনে নিহিত প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসাবে

অবশ্যই বিবেচনা করা প্রয়োজন ..... প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর অন্তরতম সত্তায় তিনি তাঁহার নামসকলের একটি আলো বিকীর্ণ করিয়াছেন এবং তাহার গুণাবলীর একটির ধারক করিয়াছেন। কিন্তু মানবের প্রকৃত সত্তার উপর তিনি তাঁহার সমগ্র নাম ও গুণের দীপ্তিসকল কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন এবং তাহাকে নিজ সত্তার প্রতিবিম্ব করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে চরম অনুগ্রহ এবং স্থায়ী দানের জন্য এককভাবে মনুষ্যকেই বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল।"[১৮]

১। নীচের শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করোঃ

ক) ঈশ্বর মানুষকে অনুপম বৈশিষ্ট্য এবং সামর্থ্য প্রদান করতে স্থির করেছিলেন যাতে _____।

খ) গভীরতম বাস্তবতার কারণে _____ এবং সৃষ্ট জিনিষের _____ ঈশ্বর আলো বিকীর্ণ করেছেন, এবং একে _____ মহিমার একজন প্রাপক করেছেন।

গ) মানুষের বাস্তবতার কারণে, তিনি _____ দীপ্তিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করেছেন, এবং একে _____ একটি আয়না তৈরি করেছেন।

২। এখন নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ

ক) ঈশ্বরের গুণাবলীর কয়েকটি উল্লেখ করতে পারো? _____

_____

_____

খ) ঈশ্বরের অন্যতম কিছু বিশেষ গুণাবলী কি, যা মানব আত্মা প্রতিবিম্বিত করতে পারে? _____

_____

_____

গ) এই গুণাবলীগুলি কিভাবে প্রকাশিত হতে পারে?_____

_____

_____

ঘ) বিশেষ কী অনুগ্রহের জন্য মানুষকে পৃথকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে? _____

_____

_____

৩। নীচের কোন্‌টি সঠিক?

— বাকি সৃষ্টি থেকে মানুষ স্বতন্ত্র নয়।

— ঈশ্বরকে জানার সামর্থ্য এবং তাঁকে ভালোবাসা হলো উদ্ভাবিত আবেগের তাড়নাসমূহ এবং প্রাথমিক উদ্দেশ্য যা সমগ্র সৃষ্টিতে অবস্থান করছে।

— সকল সৃষ্ট বস্তুর বাস্তবতা হলো ঈশ্বরের অন্যতম একটি গুণাবলীর প্রাপক।

— মানব আত্মা ঈশ্বরের সকল গুণাবলী প্রতিবিম্বিত করতে পারে।

পরিচ্ছেদ ১৪

বাহাউল্লাহ আমাদের বলেছেনঃ

''এই শক্তিগুলি যাহার দ্বারা দিব্য-বদান্যতার দিবস তারকা এবং স্বর্গীয় পথ-নির্দেশের উৎস মানবের বাস্তব প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সুপ্ত অবস্থায় তাহার মধ্যে শায়িত থাকে, ঠিক যেমন মোমবাতির মধ্যে নিহিত থাকে অগ্নিশিখা এবং দীপের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত থাকে আলোকরশ্মি। এই সমস্ত শক্তিগুলির দীপ্তি পার্থিব বাসনা দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে পারে, ঠিক যেমন দর্পণে ধূলা-ময়লার আস্তরণের নিম্নে সূর্যের আলো হারাইয়া যায়। দীপ অথবা মোমবাতি বাহ্যিক সহায়তা ব্যতীত নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রজ্জ্বলিত হইতে পারিবে না, দর্পণের পক্ষেও নিজেকে ধূলা হইতে মুক্ত করা সম্ভবপর হইবে না। ইহা সুস্পষ্ট এবং প্রমাণিত যে আগুন দ্বারা জ্বালানো না হইলে দীপ কখনও প্রজ্জ্বলিত হয় না এবং দর্পণের বক্ষ হইতে ধুলো-ময়লা পরিষ্কার না করা হইলে ইহা কখনও সূর্যের প্রতিবিম্বকে উপস্থাপিত করিতে এবং ইহার আলো ও দীপ্তিকে প্রতিফলিত করিতে পারিবে না।''[১৯]

১। ''সুপ্ত'' শব্দের অর্থ কি?_____

২। অন্যতম কিছু ক্ষমতাসমূহ কি কি, যা মানব আত্মায় সুপ্ত রয়েছে? _____

৩। একটি প্রদীপের কি সম্ভাব্যতা আছে? _____

৪। একটি আয়নার কি সম্ভাব্যতা আছে? _____

৫। একটি দীপ যাতে আলো দিতে পারে তার জন্য কী করতে হবে?_____

৬। একটি দর্পণ যাতে আলো প্রতিফলিত করতে পারে তার জন্য কী করতে হবে?_____

৭। দর্পণ এবং দীপ কী স্বয়ং নিজেদের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে প্রকাশিত করতে পারে?_____

৮। এই উদাহরণ দু'টিকে আমরা কিভাবে মানব-আত্মার অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে পারি? _____

৯। কে মানুষের আত্মাকে তার সম্ভাব্যতা প্রকাশ করতে দিতে পারে?_____

পরিচ্ছেদ ১৫

বাহাউল্লাহ বলেছেনঃ

''সুপ্রাচীন সত্তার জ্ঞানের দ্বার মানুষের সম্মুখে সর্বদা বন্ধ ছিল এবং সর্বদাই বন্ধ থাকিবে। মানুষের বোধশক্তি তাঁহার পবিত্র দরবারে কোনদিন প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে না। যাহা হউক তাঁহার করুণার নিদর্শনস্বরূপ এবং তাঁহার সস্নেহ-সহানুভূতির প্রমাণস্বরূপ, মানবের মাঝে তিনি তাঁহার দিব্য পথ-নির্দেশের দিবস-তারকাদের প্রকটিত করিয়াছেন, ইহারা তাঁর দিব্য একতার চিহ্নস্বরূপ, এবং (তিনি) আদেশ দিয়াছেন যে এই সকল পবিত্র সত্তার জ্ঞান তাঁহার নিজস্ব জ্ঞানের সহিত অভিন্ন হইবে। যাহারা তাঁহাদের স্বীকার করিয়াছে তাহারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছে। যাহারা তাঁহাদের আহ্বানে কর্ণপাত করিয়াছেন তাহারা ঈশ্বরের কণ্ঠ শ্রবণ করিয়াছেন, এবং যাহারা তাঁহাদের প্রত্যাদেশের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়াছে তাহারা স্বয়ং ঈশ্বরের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়াছে। যাহারা তাঁহাদের হইতে মুখ ফিরাইয়াছেন তাহারা ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়াছে, এবং যাঁহারা তাঁহাদের অবিশ্বাস করিয়াছে তাহারা ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করিয়াছে। তাঁহারা প্রত্যেকেই ঈশ্বরাভিমুখী নিকট তাঁহার সত্যের মানদণ্ডস্বরূপ। তাঁহারা মানবের মাঝে ঈশ্বরের অবতার, তাঁহার সত্যের প্রমাণ এবং তাঁহার মহিমার নিদর্শন।''[২০]

১। উপরের লেখনী মনে রেখে, নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ

ক) আমাদের পক্ষে কি সম্ভব সরাসরি ঈশ্বরকে জানার? _____

খ) তাহলে আমরা কিভাবে ঈশ্বরকে জানতে পারব? _____

_____

গ) দিব্য পথ-নির্দেশের দিবস-তারকাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর?_____

_____

ঘ) যারা ঈশ্বরের মহাপ্রকাশসমূহের কথা শুনেছে, কার কণ্ঠস্বরে তারা কর্ণপাত করেছে? _____

_____

ঙ) কার থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি যখন আমরা ঈশ্বরের মহাপ্রকাশসমূহের আহ্বান অবজ্ঞা করি? _____

২। নীচের বাক্যগুলি পূরণ করঃ

ক) সুপ্রাচীন সত্তার জ্ঞানের দ্বারা মানুষের সম্মুখে সর্বদা _____ ছিল এবং সর্বদা _____ থাকিবে।

খ) মানুষের বোধশক্তি তাহার _____ কোনদিন প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে না।

গ) ঈশ্বর তাঁর _____ একটি প্রতীক এবং তাঁর _____ প্রমাণ হিসেবে মহাপ্রকাশসমূহ পাঠিয়েছেন।

ঘ) ঈশ্বরের অবতারদের জ্ঞান _____ জ্ঞানের সমতূল্য।

ঙ) যে কেউ তাঁদের স্বীকার করে, তারা _____।

চ) যে কেউ তাঁদের আহ্বানে কর্ণপাত করে, তারা _____।

ছ) তাঁদের মধ্যে সকলেই ঈশ্বরের বাঞ্ছিত পথ যারা _____
_____
_____।

৩। নীচের কোনটি সত্য?

— আমরা আধ্যাত্মিকভাবে শুধুমাত্র নিজেদের চেষ্টাগুলির মাধ্যমে বেড়ে উঠতে পারি।

— ঈশ্বর আমাদের একটি মন দিয়েছেন, এবং এটি আমাদের অগ্রগতির জন্য যথেষ্ট।

— আমরা আধ্যাত্মিকভাবে ঈশ্বরের মহাপ্রকাশের স্বীকৃতি দ্বারা প্রগতির পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবো এবং আরও প্রচেষ্টা প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই।

— আমরা আধ্যাত্মিকভাবে ঈশ্বরের মহাপ্রকাশের স্বীকৃতি দ্বারা প্রগতির পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবো তাঁর রচনাবলী অনুযায়ী বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা অর্জন করে।

— আমরা সরাসরিভাবে ঈশ্বরকে জানতে পারি।

— মানুষ ঠিক ঈশ্বরের মতো হতে পারে।

— ঈশ্বর মানুষের বোধশক্তির অধিকতর উচ্চে অবস্থিত।

— যখন আমরা ঈশ্বরের একজন মহাপ্রকাশের কথাগুলি শুনি, আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা শুনতে থাকি।

পরিচ্ছেদ ১৬

বাহাউল্লাহ ঘোষণা করেনঃ

"মানবজাতিকে সত্যের নির্ভেজাল গতিপথে পথ নির্দেশের একমাত্র উদ্দেশ্যের জন্য ঈশ্বরের অবতার এবং বার্তাবাহকগণদের পাঠানো হয়েছে। তাঁদের উদ্‌ঘাটনে অবস্থিত উদ্দেশ্য হলো সকল মানুষকে শিক্ষাদান করা, যাতে তারা, মৃত্যুর সময়ে, চূড়ান্ত পবিত্রতা এবং শুচিতাতে এবং অবাধ নির্লিপ্ততায় সর্বোচ্চের সিংহাসনে আরোহণ করতে পারে।"[২১]

এবং আরেকটি বাণীতে, তিনি বলেছেন ঃ

"মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ কবচ। যথাযথ শিক্ষার অভাব তাহাকে সেইসব হইতে বঞ্চিত করে যাহা তাহার সহজাত। ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত একটি শব্দের মাধ্যমে মানুষকে অস্তিত্ব প্রদান করা হইয়াছে; অধিক অপর একটি শব্দ দ্বারা সে তাহার শিক্ষার উৎসকে স্বীকার করিবার জন্য পরিচালিত হইয়াছিল; অন্য আরও একটি শব্দের দ্বারা তাহার পদমর্যাদা ও ভাগ্য সুনিশ্চিত করা হইয়াছিল। মহান সত্তা বলেনঃ মানুষকে অমূল্য রত্নে সমৃদ্ধ একটি খনি হিসাবে বিবেচনা করিবে। কেবলমাত্র শিক্ষাই পারে ইহার মধ্যে সঞ্চিত সম্পদগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করিতে, এবং ইহা হইতে লাভবান হইবার জন্য মানব জাতিকে সমর্থ করিয়া তুলিতে। ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছার স্বর্গ হইতে অবতারিত গ্রন্থগুলি, যাহা প্রকাশিত করিয়াছে, তাহার উপর যদি কোন মানুষ ধ্যান করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিবে যে তাহাদের উক্ত গ্রন্থসমূহের উদ্দেশ্য হইল সমগ্র মানুষ এক আত্মা বিবেচিত হইবে যাহাতে "ঈশ্বরের রাজত্ব" সীলমোহরটি প্রতিটি হৃদয়ে অঙ্কিত হইতে পারে, এবং ঈশ্বরের দয়া, কৃপা ও করুণার আলো সমগ্র মানবজাতিকে আচ্ছাদিত করিতে পারে।"[২২]

১। কোন উদ্দেশ্যের জন্য ঈশ্বরের অবতারদের এবং বার্তাবাহকদের পাঠানো হয়েছে? _____

২। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের উদ্দেশ্য কী?_____

৩। ''কবচ'' শব্দটির অর্থ কি? _____

৪। সঠিক শিক্ষার অভাবের পরিণাম কি?_____

৫। একটি সঠিক শিক্ষা কি করতে পারে?_____

৬। আমাদের শিক্ষার উৎস কী? _____

৭। আমাদের নিয়তি কি? _____

৮। শিক্ষা মণিরত্নের অন্যতম কি কি বিষয় প্রকাশ করে?_____

৯। আমরা যখন পবিত্র রচনাগুলির উপর গভীরভাবে ধ্যান করি, কোন জিনিষটি আমরা তৎপরতার সঙ্গে চিনতে পারি? _____

পরিচ্ছেদ ১৭

বাহাউল্লাহ বলেছেন ঃ

''তোমরা আত্মার সেই অবস্থা সম্বন্ধেও জানিতে চাহিয়াছ যখন আত্মা শরীর হইতে পৃথক হইয়া যায়। ইহা তোমরা সত্য জানিবে, যদি মানব-আত্মা ঈশ্বরের পথে চলিয়াছে তাহা হইলে সে সুনিশ্চিতভাবে ফিরিয়া যাইবে এবং প্রিয়তমের জ্যোতির্মণ্ডলের নিকটে সমবেত হইবে। ঈশ্বরের ন্যায়পরতার শপথ! সে এইরূপ এক পদমর্যাদা অর্জন করিবে যাহার বর্ণনা কোন লেখনী বা রসনা করিতে পারে

না। যে আত্মা প্রভু ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়াছে এবং তাঁহার পথে অবিচলিতভাবে দৃঢ় থাকিয়াছে, মৃত্যুর পর সে এমন এক শক্তির অধিকারী হইবে যে ঈশ্বর সৃষ্ট জগতসমূহ তাহার মাধ্যমে উপকৃত হইবে।"[২৩]

১। নীচের বাক্যগুলি সম্পূর্ণ কর ঃ

ক) যদি মানব আত্মা ঈশ্বরের পথে চলিয়াছে তাহা হইলে সে সুনিশ্চিতভাবে _____

_____

খ) সে এইরূপ এক পদমর্যাদা অর্জন করিবে যাহার বর্ণনা _____

_____

গ) যে _____ প্রভু ধর্মের প্রতি _____ থাকিয়াছে এবং তাঁহার পথে অবিচলিতভাবে _____ থাকিয়াছে, _____ পর সে এমন এক _____ অধিকারী হইবে যে _____ সৃষ্ট জগতসমূহ তাহার মাধ্যমে _____ হইবে।

পরিচ্ছেদ ১৮

বাহাউল্লাহ আমাদের বলেছেন ঃ

''সেই আত্মাই মহিমান্বিত, যাহা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময় পৃথিবীর মানুষের নিস্ফল কল্পনাগুলি হইতে পবিত্র থাকে। এইরূপ আত্মা তাঁহার সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা অনুসারে বসবাস ও বিচরণ করে এবং সর্বোচ্চ স্বর্গে প্রবেশ করে। স্বর্গের কুমারীরা এবং সর্বোচ্চ প্রাসাদের অধিবাসীরা ইহাকে ঘিরিয়া ধরিবে এবং ঈশ্বরের অবতারগণ ও তাঁহার প্রিয়জনেরা ইহার সঙ্গ কামনা করিবে। তাহাদের সহিত ঐ আত্মা সহজভাবে কথোপকথন করিবে এবং সকল জগতের প্রভু ঈশ্বরের পথে অবিচল থাকিবার জন্য সে যাহা করিয়াছে তাহার বর্ণনা করিবে।"[২৪]

''পাপাচারীকে অবশ্যই সে ক্ষমা করিবে এবং তাহার অবনত অবস্থাকে কখনও ঘৃণা করিবে না, কারণ কেহ জানে না তাহার নিজের পরিণাম কি হইবে। বহুবার পাপী, তাহার মৃত্যুলগ্নে ধর্মের সার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এক চুমুক অমৃত পান করিয়া স্বর্গীয় সমাবেশের দিকে যাত্রা করিয়াছে! এবং কতবার ধর্মনিষ্ঠ কোন বিশ্বাসীর আত্মা আরোহণকালে এতই পরিবর্তিত হইয়াছে যে, সে নরকাগ্নিতে পতিত হইয়াছে।"[২৫]

১। দেহ থেকে বিচ্ছেদের সময় আমাদের আত্মার অবস্থা কেমন হওয়া উচিত? _____

_____

২। অসার কল্পনাগুলির কয়েকটি উল্লেখ কর?_____

_____

_____

_____

৩। কোন অবস্থাতে একটি আত্মা নিষ্ফল কল্পনাগুলি থেকে পবিত্রকৃত হয়ে টিকে থাকবে এবং মৃত্যুর পর স্থান পরিবর্তন করবে? _____

৪। এইরকম একটি আত্মার সহচরসমূহ কারা হবে? _____

৫। এইরকম একটি আত্মা কী ঈশ্বরের অবতারদের সঙ্গে এবং তাঁর পছন্দের একজনের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারবে? _____

৬। আমাদের জীবন কখন সমাপ্ত হবে, তা কী আমরা আগে থেকেই জানতে পারি? _____

৭। শাশ্বত জীবনকে সুনিশ্চিত করার জন্য আমরা এখন কী করতে পারি? _____

পরিচ্ছেদ ১৯

আবদুল-বাহা ব্যাখ্যা করেন ঃ

"বিশেষরূপে, মানুষের আত্মা এই মৌলিক কাঠামো পরিত্যাগ করার পর চিরদিনের জন্য বেঁচে থাকে, এটি, সকল বিদ্যমান জিনিষগুলির মতো, নিঃসন্দেহে প্রগতির যোগ্য, এবং এইভাবে একজন একটি প্রয়াত আত্মার প্রগতির জন্য, ক্ষমা করার জন্য, অথবা দিব্য আনুকুল্যের, বদান্যতাসমূহের, এবং প্রসন্নতার প্রাপক হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে পারে। এই কারণে, বাহাউল্লাহর প্রার্থনাসমূহে, ক্ষমাপ্রাপ্তি এবং ঈশ্বরের মার্জনা, যারা পরবর্তী জগতে আরোহণ করেছে তাদের জন্য মিনতি জানানো হয়। উপরন্তু, ঠিক যেমন এই পৃথিবীতে মানুষ ঈশ্বরের প্রয়োজন অনুভব করে, ঠিক একইভাবে তারা পরবর্তী জগতে তাঁর প্রয়োজন উপলব্ধি করে। জীবকুল কোনোসময়ে প্রয়োজন অনুভব করে, এবং ঈশ্বর কোনোসময়ে তাদের থেকে স্বতন্ত্র থাকেন, এই পৃথিবী অথবা আসন্ন *পৃথিবী যেখানেই হোক না কেন।*"[২৬]

আমাদের কেন মৃতদের আত্মার জন্য প্রার্থনা করা উচিত?

পরিচ্ছেদ ২০

আবদুল-বাহা লিখেছেনঃ

"যখন মানব আত্মা এই ক্ষণস্থায়ী ধূলার স্তূপের বাইরে উড্ডীন হয়, এবং ঈশ্বরের পৃথিবীতে উত্থিত হয়, তখন অবগুণ্ঠনগুলি দূর হয়ে যাবে, এবং সত্যতাগুলি সামনে আসবে, এবং অতীতের সকল অজানা জিনিষগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠবে, সুপ্ত সত্যতাগুলি জানতে পারা যাবে।

"চিন্তা করো, কিভাবে উদ্ভবের বিশ্বে একটি অস্তিত্ব শ্রবণে বধির এবং দৃষ্টিতে অন্ধ এবং বাকরুদ্ধ ছিলো; কিভাবে যেকোনও উপলব্ধিসমূহে সে বঞ্চিত ছিলো। কিন্তু একবার, সেই অন্ধকারময় বিশ্বের মধ্য থাকে, সে এই আলোর বিশ্বে উত্তীর্ণ হলো, এরপর তার চোখ দৃষ্টিলাভ করলো, তার কান শ্রবণশক্তি ফিরে পেলো, তার কণ্ঠ সরব হলো। একইভাবে, একবার যখন সে এই নশ্বর স্থান থেকে তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে ঈশ্বরের সাম্রাজ্যে প্রবেশ করলো, তখন সে অস্তিত্বে জন্মগ্রহণ করবে তখন তার উপলব্ধির দৃষ্টি উন্মুক্ত হবে, তার আত্মার শ্রবণ কর্ণপাত করবে এবং সকল সত্যগুলি, যে বিষয়ে আগে অজ্ঞ ছিলো, সেটি এখন তার সামনে প্রাঞ্জল এবং স্পষ্ট হয়ে উঠবে।"[২৭]

১। শূন্যস্থান পূরণ করোঃ

ক) যখন মানব আত্মা পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়, তখন

— অবগুণ্ঠনগুলি _____,
— এবং সত্যতাগুলি _____,
— এবং পূর্বের অজানা জিনিষগুলি _____,
— এবং সুপ্ত সত্যতাগুলি _____,

খ) _____ বিশ্বে, আমরা শ্রবণে _____, দৃষ্টিতে _____ এবং কণ্ঠে _____ ছিলাম।

গ) যখন আমরা এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলাম, তখন আমাদের চোখ _____, আমাদের কান _____ এবং আমাদের কণ্ঠ _____।

ঘ) একইভাবে, যখন আমরা ঈশ্বরের সাম্রাজ্যে এগিয়ে যাই, আমরা _____।

ঙ) এরপর আমাদের _____ দৃষ্টি _____, _____ শ্রবণ _____, এবং সকল _____ যার সম্বন্ধে আগে আমরা অজ্ঞ ছিলাম, সেটি _____ এবং _____ উঠবে।

২। ঠিক করো নীচের উক্তিগুলি সত্য কিনাঃ

— যখন আমরা উদ্ভবের বিশ্বে থাকি, আমরা এই বিশ্ব সম্পর্কে জানতে পারি।
— মৃত্যুর পর আমাদের অবস্থা একটি সত্য এই জীবনে আমাদের কাছে যা সুপ্ত।
— দিগন্তসমূহ, সম্পূর্ণ নতুনভাবে, মৃত্যুর পর আমাদের সামনে উন্মুক্ত হবে।
— যখন আমরা মারা যাই, আমরা পুনরায় জন্ম নিতে এই পৃথিবীতে ফিরে আসি।

পরিচ্ছেদ ২১

বাহাউল্লাহ উল্লেখ করেনঃ

''এবং এখন তোমাদের প্রশ্ন সম্বন্ধে, মানব আত্মাগুলি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর একে অন্যের বিষয়ে সচেতনতা বহাল রাখে কিনা। তোমরা জেনে রাখো যে, বাহার জনগণের আত্মাগুলি, যারা প্রবেশ করেছে এবং রক্তিম আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তারা একত্রিত হবে এবং একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে একাত্মবোধ করবে, এবং তাদের জীবনসমূহে, তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলিতে, তাদের লক্ষ্যসমূহে, এবং আপ্রাণ চেষ্টাসমূহে একই আত্মার মতো অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কযুক্ত হবে। তারা প্রকৃতই সেই শ্রেণীর, যারা সু-অবহিত, যারা তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন এবং যারা উপলব্ধিতে ভূষিত। এইভাবে তাঁর দ্বারা আদেশ দেওয়া হয়েছে, যিনি সর্বজ্ঞাত, সর্বজ্ঞ।

''বাহাইয়ের জনগণ, যারা ঈশ্বরের আশ্রয়স্থলের অধিবাসীবৃন্দ, একে এবং সকলে, একে অপরের অবস্থা এবং পরিস্থিতির বিষয়ে ভালোভাবে অবহিত, এবং অন্তরঙ্গতার এবং সৌহার্দ্রের বন্ধনসমূহে একত্রিত। একটি এরকম অবস্থা, যতটুকুই হোক না কেন, অবশ্যই তাদের আস্থা এবং তাদের চরিত্রের উপর নির্ভর করবে। তারা, একই পদমর্যাদার এবং লক্ষ্যের যারা একে অন্যদের সামর্থ্য, চরিত্র, অর্জিত নৈপুণ্যসমূহ এবং কৃতিত্বগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। সেইসব যারা নিম্নতর পদমর্যাদার, যতটুকুই হোক না কেন, যথেষ্টভাবে মর্মগ্রহণে অথবা কৃতিত্বগুলির মূল্যায়নে অসমর্থ, যারা মর্যাদায় তাদের উপরে আছে। প্রত্যেকে তার অংশ তাদের প্রভুর থেকে প্রাপ্ত হবে। সেই মানুষ আশীর্বাদিত, যে তার মুখ ঈশ্বরমুখী করেছে, এবং তাঁর ভালোবাসাতে অবিচলিতভাবে পদচারণা করেছে, যতক্ষণ না তার আত্মা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ডানায় ভর করে উড়ে যায় যিনি সকলের থেকে সার্বভৌম, অত্যন্ত ক্ষমতাবান, চিরক্ষমাশীল, সর্বদয়াময়।''[২৮]

১। পরবর্তী বিশ্বে, আমরা কী সেই জনগোষ্ঠীর মানুষকে চিনতে পারবো, এই বিশ্বে যারা আমাদের পরিচিত ছিলো? _____

২। পরবর্তী বিশ্বে আত্মাগুলির মধ্যে সংযোগ কতটা অন্তরঙ্গ হবে? _____

_____

৩। পরবর্তী বিশ্বে আত্মাগুলির মধ্যে পার্থক্যসমূহ এবং বিভিন্নতা কিসের উপর নির্ভর করবে? _____

_____

_____

৪। ঈশ্বরের মাধুর্য থেকে কী কেউ বঞ্চিত হবে?_____

_____

পরিচ্ছেদ ২২

বাহাউল্লাহ আমাদের সতর্ক করেছেন ঃ

''হে আমার সেবকগণ! দুঃখ করিও না, যদি এই ভূপৃষ্ঠে এবং বর্তমান দিনগুলিতে তোমাদের ইচ্ছার বিপরীত কিছু ঈশ্বরের দ্বারা নির্দেশিত এবং প্রকাশিত হয়, কারণ, পরম সুখের তথা স্বর্গীয় আনন্দের দিনগুলি সুনিশ্চিতভাবে তোমাদের জন্য সুরক্ষিত আছে। পবিত্র ও আধ্যাত্মিকভাবে জ্যোতির্ময় জগতগুলি তোমাদের চক্ষুর সম্মুখে উন্মোচিত হইবে। ইহজগতে ও পরজগতের উপকারগুলি লাভ করিতে তাহাদের আনন্দসমূহ উপভোগ করিতে, এবং তাহাদের অনুমোদনীয় কৃপার অংশ গ্রহণ করিতে ঈশ্বর তোমাদের নির্দেশ দিয়াছেন। তাহাদের প্রত্যেকটিই নিঃসন্দেহে তোমরা প্রাপ্ত হইবে।''[২৯]

১। নিচের কোন বাক্যগুলি সত্য বলে মনে করোঃ

— আমাদের ইচ্ছানুসারে কিছু না হলে আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত।
— সমস্ত, ভাল-মন্দ ঈশ্বরের আদেশে হয়।
— পরমানন্দ দিনগুলি আমাদের সকলের জন্য অপেক্ষা করছে।
— আমরা সেই বিশ্বসমূহকে দেখার জন্য নিশ্চিত, যা পবিত্র এবং আধ্যাত্মিকভাবে মহিমাময়।
— এই জীবনের এবং পরবর্তী জীবনের জগতসমূহে পবিত্র এবং আধ্যাত্মিকভাবে জ্যোতির্ময় লাভগুলির অংশগ্রহণ করা আমাদের ভাগ্য নির্দিষ্ট।

২। যখন আমাদের ইচ্ছার বিপরীত কিছু ঘটে তখন কেন আমরা দুঃখ করব না? _____

_____

_____

_____

৩। এই স্তবকটিতে বাহাউল্লাহ আমাদের কিসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন? _____

_____

_____

_____

পরিচ্ছেদ ২৩

এই ইউনিটে, তোমরা মানবজীবনের অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছো। তোমরা আত্মার প্রকৃতি, এই বিশ্বে জীবনের উদ্দেশ্য, আধ্যাত্মিক গুণাবলী তৈরি করার অপরিহার্যতা, এবং আমাদের প্রতি দেওয়া একটি শাশ্বত জীবনের প্রতিশ্রুতি বিষয়ে অনেক কিছু শিখেছো। বই এর দ্বিতীয় ইউনিটে, আমরা একটি দ্বিমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছিলাম—আমাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক এবং বিচারশক্তি সম্বন্ধীয় উন্নতির পশ্চাদ্ধাবন করা এবং সমাজের রূপান্তরে অবদান রাখা। সেই ভাবনায় ফিরে যেতে এবং এই উদ্দেশ্যের উভয় অভিব্যক্তিসমূহের প্রতি মন দেওয়ার তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা করার জন্য একটি সুযোগকে সামনে রাখা হলো, তোমাদের অর্জিত অন্তর্দৃষ্টিগুলির সহায়তায়, যা তোমরা আত্মার প্রগতি বিষয়ে লাভ করেছো। তোমাদের চিন্তাভাবনাগুলি তোমাদের গ্রুপে নীচের ভাবনাগুলির উপর একটি আলোচনা থেকে উপকৃত হতে পারে।

১। আধ্যাত্মিক গুণাবলীর উন্নতি করা

২। ঈশ্বরের বিধিগুলি মেনে চলা

৩। মানবজাতির মঙ্গলের জন্য অবদান রাখা

৪। সেবার পথে এগিয়ে যাওয়া

REFERENCES

1. From a talk given on 10 November 1911, published in *Paris Talks: Addresses Given by 'Abdu'l-Bahá in 1911* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2006, 2016 printing), no. 29.12–13, p. 109.

2. From a letter dated 1 April 1946 written on behalf of Shoghi Effendi, published in *Lights of Guidance: A Bahá'í Reference File* (New Delhi: Bahá'í Publishing Trust, 1988, 2010 printing), no. 1820, p. 537.

3. From a letter dated 28 July 2016 written on behalf of the Universal House of Justice.

4. 'Abdu'l-Baha, in *Some Answered Questions* (Wilmette: Baha'i Publishing, 2014, 2016 printing), no. 66.3, pp. 352–53.

5. Ibid., no. 38.5, p. 220.

6. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 9 November 1911, published in *Paris Talks*, no. 28.16, p. 104.

7. From a letter dated 31 December 1937 written on behalf of Shoghi Effendi, published in *Lights of Guidance*, no. 680, p. 204.

8. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh* (Wilmette: Baha'i Publishing Trust, 1983, 2017 printing), LXXXII, par. 8, p. 183.

9. 'Abdu'l-Baha, in *Some Answered Questions*, no. 61.1–2, p. 334.

10. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, LXXX, par. 2, p. 174.

11. Ibid., LXXXI, par. 1, p. 176.

12. Ibid., CLXV, par. 1–3, pp. 391–92.

13. Bahá'u'lláh, *The Hidden Words* (Wilmette: Baha'i Publishing Trust, 2003, 2012 printing), Arabic no. 32, p. 11.

14. From a talk given on 6 July 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by 'Abdu'l-Baha during His Visit to the United States and Canada in 1912* (Wilmette: Bahá'í Publishing, 2012), pp. 315–16. (authorized translation)

15. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, V, par. 4, p. 8.

16. Ibid., LXXXII, par. 1, pp. 179–80.

17. Ibid., CLIII, par. 6, pp. 370–71.

18. Ibid., XXVII, par. 2, pp. 72–73.

19. Ibid., XXVII, par. 3, p. 73.

20. Ibid., XXI, par. 1, pp. 54–55.

21. Ibid., LXXXI, par. 1, p. 177.

22. Ibid., CXXII, par. 1, pp. 293–94.

23. Ibid., LXXXII, par. 7, p. 182.

24. Ibid., LXXXI, par. 1, pp. 176–77.

25. Ibid., CXXV, par. 3, pp. 300–1.

26. 'Abdu'l-Baha, in *Some Answered Questions*, no. 62.3, pp. 340–41.

27. *Selections from the Writings of 'Abdu'l-Bahá* (Wilmette: Baha'i Publishing, 2010, 2015 printing), no. 149.3–4, pp. 246–47.

28. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, LXXXVI, par. 1–2, pp. 192–93.

29. Ibid., CLIII, par. 9, p. 373.